কৈবল্য-তত্ত্ব।

যশোহর জিলাস্কুল হেডপণ্ডিত

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

বিরচিত।

কুমারখালী

মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

মূল্য ।৹ আট আনা।

বিজ্ঞাপন।

নিখিল গুণ দোষজ্ঞ দোষজ্ঞ মহানুভবদিগের নিকটে বিনয় নম্রচিত্তে করপুটদ্বারা নিবেদন করিতেছি যে এই গ্রন্থের "কৈবল্য লাক্ষণো-পন্যাস প্রভৃতি" এই প্রবন্ধটী ব্যতীত অন্য কয়েকটী প্রবন্ধ প্রথমতঃ মাসিক গ্রামবার্ত্তা প্র-কাশিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। অধুনা তা-হাতে এই নূতন প্রবন্ধটী সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহা গ্রন্থাকারে কৈবল্যতত্ত্বাভিধানে প্রকাশ করি-তেছি। ইহাতে যে সকল দুরবগম্য শব্দের প্র-য়োগ করিয়াছি, তাহা সকল শব্দকোষেই প্রা-প্তব্য। যাহা প্রাপ্তব্য নহে, তাহাও সাধারণ ব্যাকরণ জ্ঞানদ্বারা অনায়াসে জ্ঞানগোচর হইবে। কেবল একবিধ ভাববাচক শব্দ তদ্দ্বারা পরি-চেয় নহে। তৎ পরিচয়ার্থে ৺দুর্গাদাস বিদ্যা-বাগীশ কৃত তৎসাধক সূত্রটী লিখিতেছি। "ধা-তুমাত্রাদ্ভাবেইঃ।" সমুদায় ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে ই প্রত্যয় হইবে। যথা, ভূ × ই ভবি; গম্ + ই গমি; পত্ × ই পতি ইত্যাদি। অন্য

কোন বাঙ্গালা পুস্তকে এইরূপ শব্দের প্রয়োগ নাই। অতএব এতৎ পুস্তকে ইহার প্রয়োগ-হেতু অপ্রযুক্ততা দোষ ঘটিয়াছে। ইহা আমার অনবধান বশতঃ ঘটে নাই। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহার ঘটনা করিয়াছি। কারণ, আমি এ দো-ষকে দোষ-মধ্যে গণনা করি না। তাহা সকলে করিলে সাহিত্য পুস্তকাদিতে উত্তরোত্তর শব্দের উন্নতি সম্ভাবিত নহে। বঙ্গীয় শব্দকোষের শব্দ সকল চিরকাল শব্দকোষই শোভিত করিয়া থাকিবে। তদ্দ্বারা অন্যান্য গ্রন্থের অর্থদ্যোত-কত্ব হইয়া তৎ পাঠকদিগের জ্ঞানের উন্নতিসাধন করিবে না। ইহা বাঞ্ছনীয় বিষয় নহে। সঙ্কীর্ণ শব্দজ্ঞানচিত্ত হইতে বিস্তীর্ণ শব্দজ্ঞানচিত্ত প্র-শস্ত ও জ্ঞানোপার্জনাদি বিষয়ে অধিক পটু। অথচ এতদ্দ্বারা অন্যদর্শন হইয়া আত্মপতন হয় না। বরং শব্দজ্ঞান অন্যদর্শনাদির শোধক ও আত্মদর্শনোৎপাদক। চক্ষুদ্বারা যে সকল পদার্থ দূরে দৃষ্ট হয়, শব্দদ্বারা তাহা চিত্তাভ্যন্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দসাহায্য-নিরপেক্ষ দর্শনে যে গাঢ় [illegible] হয়; শব্দসাহায্যসা-

পেক্ষদর্শনে তাহার অনেক প্রতিকার হইয়া থাকে। শব্দজ্ঞানদ্বারা দর্শনাভাবের প্রতিকার শব্দজ্ঞমাত্রেরই অনায়াসবোধ্য বিষয়। জলে যে-রূপ তন্দ্রীর নাশ হয়, অনেক শব্দ দ্বারা সেই-রূপও দর্শনাভাবের প্রতিকার হয়। যাহা অন্য-দর্শনের ও দর্শনাভাবের প্রতিকারক, তাহা আ-ত্মদর্শনেরও উন্মমক। বিদ্যার যে এত গৌরব, ইহা তাহার একটী মুখ্যকারণ। এখানে বক্তব্য হইতে পারে যে, যদি অপ্রযুক্ততাদোষ দোষ-মধ্যে গণনীয় না হয়, তবে তাহা সাহিত্যদর্পণে যে দোষ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে? তাহার মীমাংসা পক্ষে সাহিত্যদর্পণ প্রণেতার মত নিরপেক্ষ হইয়া প্রশস্তহৃদয়ে বচনীয় এই যে অভিধান ব্যাকরণ হইতে বাহুল্যরূপে অপ্রযুক্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থের নিরতিশয় দুর-বগমতা না করা হউক, তদর্থ অপ্রযুক্ততাকে দোষ মধ্যে গণ্য করিয়া লক্ষণ লক্ষণাশক্তিদ্বারা তাহার সমুচিত অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু, কেহ আপাততঃ এ পুস্তকের গমিজাতীয় শব্দ গুলিতে দুঃশ্রবদোষের কল্পনা করিতে পারেন,

কিন্তু মদ্বিবেচনায় বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী এই চতুর্ব্বিধ রীতির ব্যতিক্রম স্থলে এবং একত্র বহু কষ্টোচ্চার্য্য শব্দের স্থলেই দুঃশ্রব-দোষ অঙ্গীকরণীয়। নতুবা গমি ইত্যাদি অনায়াসোচ্চারণীয় শব্দের নবপ্রয়োগহেতু দুঃশ্রব দোষের উররীকরণ সঙ্গত নহে, যাহাহউক, যদি কোন মহানুভাবের চক্ষে এতৎ পুস্তকে কোনরূপ রচনাদোষ বিলোকিত হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে জানাইলে আমি পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন কালে তাহার সংশোধন করিব।

এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এ নিমিত্তে মহানুভব ব্রাহ্মণগণ খিন্ন না হইয়া স্বমত পক্ষপাতিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার অনুবর্ত্তন করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত মহানুভাবতা প্রকাশ করা হইবে। তাঁহাদের অঙ্গীকার এই যে, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মবিশেষ তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু যে ধর্ম্ম সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই অঙ্গীকারানুসারে তাঁহাদের মৎপ্রদ-

র্শিত ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা ক-র্ত্তব্য। কারণ তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ হইয়া অ-ভিনিবিষ্ট চিত্তে এই পুস্তক খানির আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই তাঁ-হাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে এতৎ প্রদর্শিত ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম। তাঁহারা যদি কুসংস্কার পরবশ হইয়া ইহাতে উপেক্ষা করেন, তবে নিরতিশয় পরি-তাপের বিষয়। যাঁহারা এত কাল সর্ব্বান্তঃকরণে কুসংস্কারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা এখন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবেন!! তাহা হইলে এরূপ বিবেচনাও অসঙ্গত নহে যে, কতিপয় বৎসারান্তে এই তিগ্মতম মার্ত্তণ্ড শী-তাংশুবৎ হইবে। হে ব্রাহ্মগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা আপনা-দের অভিমত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না, অন্ধের ন্যায় অনর্থক তাঁহার উপাসনা করা কি ভবাদৃশ বুদ্ধিমজ্জীবগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম? আপনারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পক্ষে যে যুক্তি প্রদ-র্শন করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত অলীক। আপনারা বলেন, যদি গভীর অরণ্যে হঠাৎ

একটী অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যেমন তাহা হইতে তাহার নির্ম্মাতার অনুমান হয়, সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়াও ইহার নির্ম্মাতার অনুমান হয়। ইহা কখন বিশুদ্ধযুক্তি নহে। কারণ, জগতের ভাব ও অট্টালিকার ভাব পরস্পর অচিন্তনীয় ভিন্ন। ভিন্ন পদার্থের দ্বারা ভিন্ন পদার্থের সত্যতা স্থাপন কখন গ্রাহ্য নহে। জগতের অনেক রচনাকৌশল দ্বারা কর্ত্তার উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু সে কর্ত্তৃস্থলে আপনাদের অভিপ্রেত আরাধ্য জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর গ্রহণীয় হইতে পারেন না। এ বিষয়ের যুক্তি কৈবল্যতত্ত্বে প্রকটিত হইয়াছে। অতএব আর বিজ্ঞাপনে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিবেচনা করিলে, এ গ্রন্থের খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের সহিত এক বিষয়ে বিরোধ ও এক বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। বিরোধ স্থলে ব্রাহ্মাভিমত ঈশ্বর ও ঐক্য স্থলে ভোজ্য ভোগ্য হীন উপাসনা বিলোকিত হইবে। বিরোধ হেতু ব্রাহ্মদিগকে যেরূপ বলিয়াছি, ইহাদের নিকটেও

সেই রূপ বক্তব্য। কিন্তু এতদ্দারা কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আমি খ্রীষ্টধর্ম্মকে তুচ্ছ রূপে দর্শন করিতেছি। আমাদের অতুল ধীশক্তি-সম্পন্ন রাজরাজেশ্বরী, তাঁহার সজাতীয় মহোদর-চেতা ইংরাজগণ ও অন্য প্রায় পৃথিবীর সমুদায় প্রধানতম স্বাধীন জাতীয় লোকে যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অবলম্বী, ও যাহার উপাসকের সংখ্যা, অন্য সকল ধর্ম্মের উপাসকের সংখ্যা হইতে অধিক-তর, তাহা কে তুচ্ছ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহস করিতে পারে?

শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত ইহার ভোগ্য ভোজ্য হীন উপাসনা বিষয়ে বিশেষ বিরোধ। কেহ আপাততঃ ভিন্ন জাতীয় দেবোপাসনা বি-ষয়েও বিরোধ কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা ভ্রমমূলক। এ দেশে এক ধর্ম্মাবলম্বীর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর দেবতা পূজার রীতি প্রত্যক্ষ। শাক্তেরা নারায়ণ প্রভৃতির প্রতিদিন অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ও প্রায় সকলেই সময়ে২ গাজির সিন্নি দিয়া থাকেন।

এক্ষণে আমি সাহসের সহিত বিদ্যালয়ের

মহামান্য মহানুভাব অধ্যক্ষ মহোদয়গণের নি-কটে ও অন্য মহামান্য মহানুভাব প্রভৃতি সক-লের নিকট কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা আমার এই পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

কৈবল্য তত্ত্ব।

আদিম তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা।

যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তাঁহাতে বিভূতি নামক গুণ অবশ্য আছে। এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সকলেও উক্ত গুণ প্রত্যক্ষ হয়। অতএব, গুণসাম্যে স্রষ্টার ও সৃষ্টের অভেদ বস্তুত্ব প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরে সৃষ্টত্ব ও সৃষ্ট বস্তুতে স্রষ্টৃত্ব কখন কল্পিত হইতে পারে না। এইরূপ সত্য-বিরোধহেতু স্রষ্টার কল্পনা অগ্রাহ্য।

অবস্তুর কোন শক্তি নাই। অতএব, অবস্তু আপনার স্বাভাবিক শক্তিতে বস্তুরাশিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব এই বস্তুরাশি নিত্য বর্ত্তমান তাঁহাতে কোন সংশয় নাই।

চেতনাচেতন দ্বিবিধ বস্তু দৃষ্ট হয়। মনুষ্যাদি চেতন বস্তু ও মৃত্তিকাদি অচেতন। আমা-

দের অপ্রত্যক্ষ স্থানে এতদ্রূপ দ্বিবিধ বস্তু ব্যতীত অন্যরূপ পদার্থ কল্পিত হয় না। আদিম কালে এই দ্বিবিধ বস্তুরই বর্ত্তমানত্ব ছিল না। কারণ তাহাতে যে কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার চরিতার্থতার বিষয় নাই। আদিমকালে মনুষ্যাদিবৎ চেতনাচেতনত্বময় বস্তুরাশির বর্ত্তমানতার কল্পনা ও উক্ত স্তম্ভহেতুতে পরাহত হয়। অতএব আদিমকালে, হয় কেবল চৈতন্যময় বস্তুর বর্ত্তমানতা ছিল, নতুবা কেবল অচেতন পদার্থরাশি বিদ্যমান ছিল।

আদিমকালে অচেতন পদার্থরাশির বর্ত্তমানতা ছিল না। অচেতন বস্তুরাশি হইতে মনুষ্যাদিবৎ সচেতন পদার্থ সমূহের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই প্রগাঢ় বিকৃত অচেতন পদার্থ রাশির সংযোগ বিয়োগে কেবল তাহারই অন্যবিধ রূপের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। যদি অচেতনের সংযোগ বিয়োগে চেতনের উৎপত্তির হেতুত্ব থাকিত, তবে চিকিৎসকেরা তাহার প্রচুর প্রমাণাবলোকন করিতেন। যে বস্তুতে যে গুণ না থাকে অথবা প্রগাঢ়রূপে পরিবর্ত্তিত

হইয়া বর্ত্তমান থাকে, সে বস্তু হইতে সে গুণের কল্পনা আকাশপুষ্পের কল্পনার ন্যায় সন্দেহ নাই। গোময় হইতে যে কীটোৎপত্তির দর্শন হয়, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

অতএব আদিমকালে এক চেতন বস্তুরাশি বর্ত্তমান ছিল।

চেতনা বস্তু নহে, বস্তুর গুণ। চেতনা যদি বস্তু হইত, তবে চেতনার অভাবে বস্তুত্বের অভাব হইত। কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ নহে। অত-এব চেতনা বস্তুর গুণ। বস্তু আপনার সহিত যেরূপ অভেদ, চেতনাদি স্বাভাবিক গুণের সহিতও সেইরূপ অভিন্ন।

বস্তুরাশি অসীমভাবে বিরাজমান আছে। যদি কোন কিছুদ্বারা তাহার সীমার কল্পনা করা যায়, তবে বর্ত্তমানতাদি নির্ভেদ গুণসমূ-হের হেতুতে তাহারও বস্তুত্বের প্রতিভাতি হইয়া অসীম বস্তুরাশির সীমার কল্পনা অন্তর্হিত হয়।

যে২ বস্তুতে চেতনাগুণের অভাব, তাহা স্থূল দৃষ্ট হয়। অতএব চৈতন্যগুণময় বস্তু সূক্ষ্ম।

চেতনার দর্শনশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই দ্বি-বিধ শক্তির অনুভব হয়।

আদিমকালে অর্থাৎ চেতনাগুণের পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বকালে চৈতন্যগুণময় বস্তু কেবল আত্মদর্শন করিতেন। চৈতন্যগুণের অনাত্ম দর্শনে বিকার হয়। অতএব আদিমকালে নির্ব্বিকার চৈতন্যগুণের কেবল আত্মদর্শন ছিল।

অসীম চৈতন্যময় বস্তুরাশির একাত্ম দর্শনের কল্পনাকরা যায় না, যাহার সীমা নাই, কোন একস্থানের আত্মদর্শনের সমাধি, তাহাকে নিঃশেষে ব্যাপিতে পারে না। অতএব আদিমকালে বস্তু-রাশি ভিন্ন২ আত্মদর্শন সমাধিতে বিভক্ত ছিল। ভিন্ন২ কারণের অভাবে সেই বিভাগ পরিমাণ নির্ব্ভেদরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

আদিমকালে অসীম চৈতন্যগুণরাশির সর্ব্বাংশে পূর্ণতা ছিল। তাহার অপূর্ণতা ও ক্রমোন্নতির স্বীকার করিলে পরিমেয়তার দর্শন হইয়া অনন্ত-কালের কোন এক অতীত সময়ে চৈতন্যগুণের অভাব লক্ষিত হয়। সে অভাব স্বীকার না করিলে অবশ্য পূর্ণতা স্বীকার্য্য।

চৈতন্যের নিম্নগতিত্ব অথবা ঊর্দ্ধগতিত্ব নাই। শীতগুণযুক্ত জলাদি বস্তুর নিম্নগতিত্ব ও তেজো-গুণযুক্ত অগ্ন্যাদি বস্তুর ঊর্দ্ধগতিত্ব প্রত্যক্ষ হয়। শীতগুণময় জল ও তেজোগুণময় অগ্নি সচেতন পদার্থ নহে। অতএব চৈতন্যের নিম্নগতি ও ঊর্দ্ধগতি নাই। চৈতন্য স্থির, কিন্তু শীতগুণ ও তেজোগুণের দ্বারা ঈষদ্বিকৃত চৈতন্যের ঈষ-ন্নিম্নোর্দ্ধগতি জন্মে। শীতগুণ ও তেজোগুণে চৈতন্যের অধিক বিকার হইলে চৈতন্যময় বস্তু বায়ু বা জল এবং বহ্নি হয়। ইহা পরে বিশেষ রূপে লিখিত হইতেছে।

কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে অনেক চৈতন্যময় পরমাত্মগণের আত্ম দর্শনের ব্যাঘাত ঘটিয়া দূর দর্শনও অদর্শন হইয়াছে। দূর দর্শনে তেজো-গুণের উৎপত্তি হয় ও অদর্শনে শীতগুণের উৎ-পত্তি হয়। যখন কেহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়, তখন এই কারণে তাহার মস্তক উষ্ণ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। এবং যদি কেহ অধিকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকে, তবে এই কারণে তাহার মস্তক শীতল হইয়া সর্দ্দি হয়। অতএব পরমাত্মগণের দূর-

দর্শনের ও অদর্শনের পরিমিত্যনুসারে তাঁহাদের চৈতন্যগুণের পরিবর্ত্তন হইয়া তেজোগুণ ও শীত গুণের উৎপত্তি হইয়া অগ্ন্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। অনুমান হেতুর অভাবে সকল পরমাত্মাতে এই রূপ বিকারের অনুমান হয় না। জল বহ্ন্যাদির যোগে মৃত্তিকাদির উৎপত্তি হইয়াছে।

সূর্য্যাদির গতিবিধি, উপযোগিতা ও নির্ম্মাণকৌশল এবং মনুষ্যাদি প্রাণিগণের ও বৃক্ষাদির নির্ম্মাণচাতুর্য্য দর্শন করিয়া বিবেচিত হয় যে, পরমাত্মগণ জনাদিতে সৃজ্যমানানুরূপ আকৃতির দর্শন প্রয়োগ দ্বারা ঐ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাহাতে যে রূপের দর্শন করা হয়, তাহা সেই রূপ প্রাপ্ত হয়। কারণ, তাহাতে সেই রূপের বর্ত্তমানতা আমাদের দর্শনের প্রগাঢ়তার অভাবে তদ্দ্বারা উক্ত রূপ নির্ম্মাণ ক্রিয়া হইতে পারে না। উৎপত্তি বিষয়ে মিথুন ও বীজ অকিঞ্চিৎকর। তাহা স্রষ্টৃগণের অর্থাৎ রূপ পরিবর্ত্তকগণের কোন দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায় সম্পাদকমাত্র। পরন্তু, বৃক্ষাদির তেজের দ্বারা অকিঞ্চিৎকর

বৃদ্ধি হয় ও দৃশ্যমান কারণে অল্প পোষণ হইয়া থাকে। পরমাত্মগণের দর্শনই ইহার বর্দ্ধক ও পোষক।

মনুষ্যাদির শরীরের চৈতন্যগুণ আত্মা।

মন।

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ-ক্বগতোত্তর কোশলা। ইতিবিচিন্ত্য কুরুস্বমনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

কবি ইহাতে যে মনঃ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কি, তাহাতে নির্ব্বিচিকিৎস জ্ঞানোদয় হইতেছে না। আত্মাও ইহার প্রতিপাদ্য হইতে পারে, দর্শনশক্তিও ইহার প্রতিপাদ্য হইতে পারে ও শরীরেও ইহার অভিধেয়ত্বের কল্পনা হয়। "মনোহি জন্মান্তর সঙ্গতিজ্ঞম্।" এ স্থলেও মন শব্দ স্থিররূপে কোন অর্থব্যঞ্জক নহে। অপর কোন কবি লিখিয়াছেন, "প্রখি-

খ্রীস্টের মন দানে সজীব রাখ” এ স্থলেও মন শব্দের নিশ্চিত অর্থ প্রাপ্তি হইতেছে না। অন্যান্য কবিদিগের প্রযুক্ত মন শব্দও এইরূপ অর্থদ্যোতক। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে, “ক্ষীণায়াং বাসনায়ান্তু চেতোগলতি সত্বরম্।” অস্যার্থঃ, বাসনা ক্ষীণ্ হইলে মন সত্বর নষ্ট হয়।

এতদ্দ্বারা প্রতিভাত হইতেছে, আত্মার অপরিস্ফুট বাসনাখ্য ভাব হইতে মনের উৎপত্তি হয়। অতএব মন আত্মার কাম্য বস্তুর কল্পনাখ্য দর্শন।

আমি চিন্তা দ্বারা স্থির করিয়াছি, যখন আত্মার চক্ষুঃ সাধন দ্বারা দর্শনক্রিয়া হয়, তখন তাঁহার দর্শনশক্তি, দর্শনশক্তিপদবাচ্যঃ ও যখন তাঁহার নয়ন মুদ্রিত করিয়াও নয়নদ্বারা দৃশ্যমান দর্শনকালে অদৃশ্য লইয়া দর্শনক্রিয়া হয়, তখন তাহা মন ও তাহার দর্শনশক্তির ক্রিয়ার রূপের অভিন্নতা ইহার প্রমাণ। তবে যে দর্শনের কালে মনের সত্তা ও মননের কালে দর্শনের সত্তা এককালে অন্তর্হিত হয় না, দর্শন

মননের প্রগাঢ়তার অভাব তাহার কারণ। এই কারণে দর্শনশক্তির যখন একাংশে দর্শনক্রিয়া হয়, তখন অন্যাংশে মননক্রিয়া হয়, ও যখন একাংশে মননক্রিয়া হয়, তখন অন্যাংশে দর্শন ক্রিয়া হয়। দর্শনের যত প্রগাঢ়তা হয়, তত মননের অভাব হয় ও যত মননের প্রগাঢ়তা হয়, তত দর্শনের অভাব হয়।

নবপ্রসূত শিশুর দৃশ্যমানে যে পর্য্যন্ত প্রগাঢ় দর্শন না হয়, তাহার মনের উৎপত্তি সুতরাং মননক্রিয়া সে পর্য্যন্ত হয় না, তখন সে নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিছুই দেখে না ও তখন তাহার এক দৃশ্যমান দর্শনকালে দর্শন-শক্তির অন্যাংশ দ্বারা ব্যবহিত দৃশ্যমানে মননক্রিয়া হয় না। কিন্তু তাহার দর্শন-ক্রিয়ার যত প্রগাঢ়তা হয়, তত তাহার মনের উৎপত্তি ও মননক্রিয়া হয়। সে তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া নানা বিষয়ের মনন করে। কোন বিষয় প্রগাঢ়রূপ দৃষ্ট হইলে অন্যান্য প্রগাঢ় দর্শন ব্যতীত তাহার রূপ দর্শন হইতে অন্তর্হিত হয় না। অতএব নয়ন মুদ্রিত হইলেও

তাহা দৃষ্ট হয়; পরন্তু, তখন শিশু যেমন নয়ন মুদ্রিত করিয়া নানা বিষয়ের মনন করে, তেমন কোন দৃশ্যমান দর্শনকালে তাহার মন অভিজ্ঞানবশতঃ ব্যবহিত বিষয়ে মননপরবশ হয়। অনন্তর, বিদ্যাশিক্ষা ও কার্য্যাশিক্ষাদির অনুরোধে তাহাকে বাধ্য হইয়া নানা বিষয়ের মনন করিতে হয়। তাহাতে তাহার মনের প্রগাঢ় পরিপক্বতা হয়। সে এই কালে আকাশে মেঘোদয় দর্শন করিয়া পূর্ব্ব জ্ঞানানুসারে ঝড় বৃষ্টির উৎপত্তির অনুমান করে ও প্রভাত কালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া অঙ্গনে জল ও কর্দ্দম দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করে যে, রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল। এই রূপ অনুমান সকলের দ্বারা তাহার পরিপক্ক মন অধিকতর পরিপক্ব হয় ও তাহার অনুমিতি অথবা বুদ্ধির উৎপত্তিও প্রগাঢ়তা হয়। পুনঃ২ অনুমান করিতে২ মনের যে প্রভান্বিত অনুমান স্বভাব জন্মে, তাহাই অনুমিতি অথবা বুদ্ধি।

যদি সাধু বিষয় অবলম্বন করিয়া শিশুর মনের উৎপত্তি ও পরিপক্বতা হয়, তবে সাধু

বিষয়ে তাহার গতি হয় ও তাহা হইতে কেবল সাধুকার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অসাধু বিষয় অবলম্বন করিয়া শিশুর মনের উৎপত্তি ও পরিপক্কতা হয়, তবে সে মনের অসাধু বিষয়ে গতি হয় ও তদ্দ্বারা অসাধু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অসাধু কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা যদি বিশেষ দুঃখানুভব হয়, তবে গতির পরিবর্ত্তন হইয়া মন সৎকার্য্যোন্মুখ হয়। মনের সাধুতাজনিত আত্মার সাধুস্বভাব দৃঢ় হইলে সে মনের গতির পরিবর্ত্তন কখন হয় না। নতুবা সঙ্গদোষাদিদ্বারা তাঁহার গতির পরিবর্ত্তন হয়। যাহার মন সাধু ও অসাধু উভয়বিধ বিষয় অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন ও পরিপক্ব হয়, তাহার মনে সাধু ও অসাধু উভয়বিধ গতি হয়। যদি বিষয় বিশেষের আধিক্য থাকে, তবে সে বিষয়ে মনের প্রগাঢ়তর স্বভাব হয়। অপিচ মনুষ্যের আত্মার যখন পূর্ব্ব বর্ত্তমানতা স্থির করা হইয়াছে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্ব কর্ম্মজাত কার্য্য স্বভাবেও মনের সাধুগতি অথবা অসাধু গতি হয়। বর্ত্তমান অবস্থা প্রা-

প্তির পূর্ব্বে যে আত্মা সাধু কার্য্যদ্বারা সাধু স্বভাবস্থ অথবা অসাধুকার্য্য দ্বারা অসাধু স্বভাবস্থ হইয়াছে, ইহকালে তাহার সেই সাধু-স্বভাব হেতুতে অথবা অসাধু স্বভাব হেতুতে তাহার মনের সাধু ও অসাধু গতি হয়। কিন্তু ইহকালের বিষয়হেতু সকল যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে বলের তারতম্যানুসারে একের অকর্ম্মণ্যতা ও অন্যের কর্ম্মণ্যতা হয়। এই কারণে ভস্মস্তূপের মধ্যে মুক্তা প্রাপ্তির ন্যায় অসাধু সমাজে মহাচিত্ত লোকের সন্দর্শন-লাভ হইতে পারে ও উজ্জ্বল অগ্নি হইতে অঙ্গারোৎপত্তির ন্যায় উজ্জ্বল বংশ হইতে অসতের উৎপত্তি হইতে পারে। ও কেহ সাধু পুস্তক পড়িতে পড়িতে অপ্রাসঙ্গিক অসৎ কল্পনাপরায়ণ হয়, কেহ অসাধু পুস্তক পড়িয়া নানাপ্রকার সৎ কল্পনার উপার্জ্জন করে। নদীগর্ভস্থ জড়তৃণ যে প্রকার অনাত্মবশে ভাসিয়া বেড়ায়, অসাধু মনও সেই প্রকার এক এক বিষয় অবলম্বন করিয়া নানারূপ অসদ্বিষয়ে প্রসক্ত হয়। উপমাজ্ঞানদ্বারা মন্থুর অন্য একবিধ

কল্পনা হয়। আকাশে শুভ্রবর্ণ মেঘ দেখিয়া ন-দীর কল্পনা ও তদঘটিত নানা সুখের চিন্তা করিয়া সুখভোগ করা হয়। ব্যাকুল বিদেশস্থ সম্মুখের পুষ্করিণীতে একাংশে উপমাজনক কষ্টং দর্শন করিয়া আপনার বাটীর পুষ্করিণীর কল্পনায় গৃহাবস্থান সুখভোগ করে। কোন২ স্থলে উপমাজ্ঞান হেতু স্বভাবতঃ নানারূপ বিভীষিকাদির কল্পনা হয়। বস্তুর তুল্যতা দর্শনদ্বারা উপমাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় ও মনের প্রগাঢ় উপমাজ্ঞান স্বভাব উপমিতি। উপমিতি কবিদিগের অতি আদরণীয় ও যশস্কর বস্তু। মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ এই উপমিতিতে সমাদর করিয়া মহাযশস্বী হইয়াছেন। উপমিতিদ্বারা বিচার কার্য্যে ও মহোপকার সাধন হয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অন্য অনেক স্থলেও উপমিতির উপকার দৃষ্ট হইবে। কিন্তু অসাধুর উপমিতি কেবল অকিঞ্চিৎকর সুখের হেতু ও মনের অধিকতর অসাধু গতির কারণ।

কেহ কোন বিবেচ্য বিষয় লইয়া প্রগাঢ় বিবেচনাদ্বারা তাঁহার অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিতে

পারেন এবং কাহার অতি সামান্যরূপ বিবে-চনা শক্তি নাই। পূর্ব্বোক্তের মনের সবলতা ও শেষোক্তের মনের দুর্ব্বলতা ইহার কারণ। যে সর্ব্বদা সকল বিষয়ে প্রগাঢ় মনোযোগ করে ও সকল বিষয়ে প্রগাঢ় বিবেচনা করে, তাহার মন সবল হয়। দৃশ্যমানে উপযুক্ত প্রগাঢ় দর্শন-দ্বারা দর্শনশক্তির উন্নতি হয় ও যখন দর্শন-শক্তি ও মন অভিন্ন বস্তু, তখন তাহাতে অবশ্য মনেরও সবলতা হয়। আত্মসমাধি দ্বারা আত্মার আপনাতে অবস্থিতি হয়। এবং যখন শীতোষ্ণ বস্তু জলাদির শীতোষ্ণতার অবস্থানে অন্য বস্তুর শীতোষ্ণতাদি জন্মে, তখন আত্মার আপনাতে অবস্থিতিনিবন্ধন আপনার চৈতন্যের বৃদ্ধি হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে আত্মোন্নতি-তেও দর্শন শক্তি ও মনের উৎকর্ষ হয়। কারণ, দর্শনশক্তি ও মন আত্মার ধর্ম্ম। শরীরের নাতি-শীতোষ্ণত্বাদি মনের মননক্রিয়ার সুধু সাধন। অতএব উপযুক্ত কার্য্যকরণ-হেতুজাত শরীরের নাতিশীতোষ্ণত্বাদি দ্বারা মনের সবলতা স্বীকার্য্য। এস্থলে উক্ত হইতে পারে, যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি

হস্ত পদাদি দ্বারা কোন কার্য্য করিতে পারে না, তেমন অভিজ্ঞতাবিহীন ব্যক্তি মনের বলের দ্বারা কোন বিচার করিতে সমর্থ হয় না. এ কথা সত্য বটে। কিন্তু ইহা সর্ব্বব্যাপিনী নহে।

দর্শন-শক্তি।

প্রাণীর আত্মার যে গুণ-হেতুতে চক্ষুঃ সাধন-দ্বারা দৃশ্যমান জ্ঞান হয়, তাহা দর্শন-শক্তি।

মনের বিদ্যমানত্ব স্থান হইতে দর্শন-শক্তির বিদ্যমানত্ব স্থান অধিক। জগতে এরূপ প্রাণী আছে, যাহার মনের প্রমাণ নয়নগোচর হয় না। ঝাঁকের একটী মৎস্য বড়িশ গিলিয়া উদ্ধৃত হওয়ার পরে যখন অন্য মৎস্য বড়িশ গিলে, তখন তাহাদের মনের সত্তা স্বীকার করা যায় না। এবং মশকেরা মানবীয় করপ্রহারে পুনঃ২ স্বজাতীয়-নাশ দর্শন করিয়াও যখন মনুষ্যের রুধির পানে. বিরত হয় না, তখন তাহারাও যে নির্ম্মনা তাহাতে সংশয় হয় না। যদি মৎস্য ও মশকের উক্ত রূপ ব্যবহার কেবল লোভমূলক.

হইত, তবে তাহার পরিস্ফুট প্রচুর প্রমাণ অবশ্য নয়নগোচর হইত। ফলতঃ জগতে যে পরমাত্মগণ মৎস্যমশকসৃষ্টিরূপ ব্যাপার করিতেছেন, মৎস্য ও মশকেরা তাঁহাদের দৃষ্টিপ্রদত্ত বিশেষ ঘ্রাণশক্তি রুচ্যনুসারে টোপের গ্রহণ ও রুধিরের পান করিয়া বিনষ্ট হয় ও মনোহীনত্ব হেতুক অন্যের বিনাশদর্শন মনে করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করে না। অনুসন্ধান দ্বারা মৎস্য-মশকের ন্যায় অন্য নির্ম্মনা জীবও লক্ষিত হইবে। কিন্তু দর্শন-শক্তি সমুদায় প্রাণীতেই বর্ত্তমান আছে। কারণ, আত্মবান্ পদার্থ প্রাণী ও আত্মার গুণ দর্শন-শক্তি। মহীলতাদি কোন কোন জীবের চক্ষু প্রত্যক্ষ হয় না। যদি তাহাদের চক্ষু না থাকে, তবে তাহাদের আত্মার দর্শনশক্তি মনঃশব্দ বাচ্য। কারণ, চক্ষুঃসাধন-দ্বারা তাহার ক্রিয়া না হইয়া শরীরাভ্যন্তরে হয়। জীবের বহিঃশরীরের চৈতন্যগুণ এত অল্প যে তাহার দর্শনশক্তির কোনরূপ পরিস্ফুট ক্রিয়া হয় না। অথবা তাহা শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রধান ক্রিয়াকারী আমাদের হইতে বিচ্ছিন্

নত্ব হেতুক আমাদের ... ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয় না। বৃক্ষাদির আত্মা ... সুতরাং তাহাদের দর্শনশক্তি ও মন নাই। বৃক্ষাদির যে আত্মা নাই, এস্থলে সপ্রমাণ করা বৈধ বোধ হইতেছে। যদি বৃক্ষাদির আত্মা থাকিত, তবে আমাদের সকলের এরূপ দৃঢ় জ্ঞানের উৎপত্তি কখন হইত না যে, বৃক্ষাদি অচেতন পদার্থ। অন্যান্য জীবের চৈতন্যগুণে আমাদের স্বভাবতঃ যেমন দৃঢ় জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, বৃক্ষাদির চৈতন্য-গুণেও স্বভাবতঃ সেইরূপ দৃঢ় জ্ঞানের উৎপত্তি হইত। অতএব, বৃক্ষাদির যে বৃদ্ধির দর্শন হয়, তাহা চৈতন্য-গুণ-মূলক নহে। যেমন প্রবল তেজের সংস্পর্শে শৈত্যের নাশ হয়, তেমন প্রবল চৈতন্যগুণের সংস্পর্শে তেজ ও শৈত্যের নাশ হইয়া চৈতন্যগুণের উৎপত্তি হয়। চৈতন্যগুণ-দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি হইতে পারে না, কারণ তাহার তদ্রূপ কোন ধর্ম্ম নাই। মনুষ্যাদির শরীরের প্রবাল দ্বীপাদির ন্যায় বৃদ্ধি হয়। শরীরে বায়বাদি অংশ সংলগ্ন হইয়া তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত করে। শরীর ও বায়বাদির তেজঃ শৈত্য-

গুণে উক্ত রূপ যোগক্রিয়া হয়। পরস্পর বি-পরীতমুখগামী সমসূত্রস্থ বস্তুদ্বয় যে কারণে তাদৃশ সংযুক্ত হয়, পরস্পর বিপরীত বেগধর্ম্মি-তেজঃ শৈত্যগুণময় বস্তুগত অংশ সকলেরও সেই কারণে যোগ হয়। তেজঃ শৈত্যের পরি-মাণভেদে যোগাযোগের আধিক্যের ভেদ হয়। পরন্তু মনুষ্যাদির শরীরের বৃদ্ধিপক্ষে তাহার বর্ত্তমান স্বরূপ স্রষ্টৃ পরমাত্মগণের দর্শন অন্য কারণ। মনুষ্যাদির শরীরের বৃদ্ধি যে একরূপ সীমাবদ্ধ লক্ষিত হয়, কেবল পরমাত্মগণের ইচ্ছা তাহার কারণ পদে লক্ষিত হয়। পরন্তু মনুষ্যা-দির শরীরের তেজঃ শৈত্য যদি আবশ্যকতা লঙ্ঘন করিয়া অল্প বা অধিক না হয়, তবে তাহা অবিকৃত থাকে। মনুষ্যাদির শরীরের এই তেজঃ শৈত্যমূলকভাব তাহার জীবন। অতএব বৃক্ষাদির জীবনের দ্বারাও তাহার আ-ত্মার কল্পনা হইতে পারে না।

দর্শন-শক্তি দ্বারা মন হইতে পরিস্ফুটতর দর্শনক্রিয়া হয়। মনের দ্বারা সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি দৃশ্যমান পদার্থ সকলের অতি অস্পষ্ট দর্শন

হয়। কিন্তু দর্শন-শক্তি দ্বারা তাহার অতি স্পষ্ট-রূপে দর্শন হইয়া থাকে।

দর্শন-শক্তি দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয়, প্রয়োজনানুসারে মনের দ্বারা তাহা লইয়াই মননক্রিয়া হয়, মনের দ্বারা দর্শনশক্তির অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয়ে মনন হইতে পারে না। মনের অনুমিতি দ্বারা দর্শনশক্তির অপ্রত্যক্ষ যে সকল বিষয়ে মনন হয়, তাহা স্বরূপতঃ দর্শনশক্তির অপ্রত্যক্ষ নহে।

দর্শনশক্তি যখন আত্মার গুণ, তখন আত্মবৎ প্রাণিগণের দৃষ্টির সঙ্গে২ তাহাদের দর্শনশক্তিরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু নেত্রহীন অন্ধ মনের সহিত সৃষ্ট হইয়া থাকে। নবপ্রসূত শিশুর দর্শনশক্তি অতি মৃদু। তাহাদের দৃশ্যমানে প্রগাঢ় দর্শন হয় না। সেই হেতুতে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের বাল্য কালের বিষয়ে মননক্রিয়া হয় না। কিন্তু যখন সকলের দর্শনশক্তি সমান নহে, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কাহার২ বাল্য কালের বিষয়ে অপরিস্ফুট ঈষৎ মননক্রিয়া হইতে পারে। যাহাহউক, এ স্থলে এ কথা বলা অসঙ্গত নহে,

যে, মনুষ্যাদির যে দিন হইতে দৃশ্যমানে স্থায়ী দর্শন হইতে থাকে, সেই দিন তাহাদের জন্মের পরিসমাপ্তি হয়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল অজন্ম কালের সহিত এক প্রকার অভিন্ন।

মহর্ষি ব্যাস-তনয় শুক, মাতৃগর্ভে থাকিয়া জ্ঞানী হইয়াছিলেন। এই যে উপাখ্যান আছে, ইহা আপাততঃ অলীক বোধ হয়। কিন্তু, সংসারসৃষ্টিপরায়ণ অচিন্ত্য শক্তি পরমাত্মগণের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে কিছুই বিচিত্র বোধ হয় না। যাঁহারা আপনাদের অচিন্ত্য দৃষ্টি প্রয়োগ দ্বারা সূর্য্যাদি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থের দৃশ্যমানতার উদ্ভব করিয়াছেন, তাঁহাদের শক্তির নিকটে এ অতি তুচ্ছ কথা। যিনি শুক-শরীরে আত্মার উৎপত্তি করিয়াছিলেন, তিনিই সেই আত্মার তাদৃশ প্রবল দর্শনশক্তির উৎপাদন করিয়া তাহাহইতে তাদৃশ মননক্রিয়া করাইয়াছিলেন। লোকভেদে দর্শনশক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ হইতে পারে। ভেদের হেতু পরমাত্মগণের ইচ্ছা। সমাজাদি নানা কারণে তাঁহাদের এই রূপ ভেদের ইচ্ছা হয়।

যাহাদের দর্শনশক্তি একরূপ, তাহাদের বস্তুর সত্ত্বাদির দর্শনও একরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের দর্শনশক্তি এক রূপ নহে, তাহাদের বস্তুর সত্তাদির দর্শন একরূপ হয় না। তাহাদের এক জন যে স্থানে যে বস্তুর সত্তা যে রূপ দৃঢ়তার সহিত দর্শন করে, অন্যে তাহা করে না। প্রতিপত্তিথিতে কেহ শশাঙ্ক-লেখাকে অতি স্পষ্ট দর্শন করে, কেহ বা তাহা ঈষৎ প্রতীতি করে। এবং একজন যে স্থান হইতে যে বস্তুর দৈর্ঘ্যাদি যেরূপ দর্শন করে, অন্যে সে রূপ করে না।

উজ্জ্বল অথবা স্থূল পদার্থের সত্তাদর্শন অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হয়। বায়ু উজ্জ্বল অথবা স্থূল নহে, অতএব অতি প্রবল দর্শনশক্তি দ্বারাও তাহার অতি অপরিস্ফুটতম সত্তা দর্শন হয়।

আমদের দর্শনশক্তি দ্বারা পরমাত্মগণের চৈতন্যময় সূক্ষ্ম শরীরসত্তা বিলোকিত হয় না। কিন্তু মনুষ্যাদির চৈতন্য বিকৃত ও স্থূল, এই হেতুতে আমাদের দর্শনশক্তিদ্বারা তাহার সত্তা উপলব্ধ হয়। আমরা মনুষ্য ভেদেও চৈতন্যের

সত্তাভেদ দর্শন করিয়া থাকি। যখন কোন ব্যক্তি কোন কিছু দর্শন করে, আমরা যেমন তাহা দর্শন করি, তেমন অনেক মননও দর্শন করিতে পারি। শরীরের বিকার ও নির্ব্বিকারের সত্তাও আমাদের দর্শনশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়।

কেহ২ যেমন চলিষ্ণু বায়ুর সত্তা ঈষদবলোকন করেন, তেমন স্থির বায়ু কেবল তাঁহাদের অবলোকনীয় নহে। আমরা সকলেই তাহা অবলোকন করিতেছি। আমাদের সম্মুখস্থ এই যে শূন্য, ইহাই স্থির বায়ু। সূর্য্য মেঘাদির শ্রোতোষ্ণত্ব ইহাতে ঊর্দ্ধাধোবেগের উৎপত্তি হইয়া চলিষ্ণুতা ঘটে। যদি ইহা স্থিরবায়ু না বলিয়া অবস্তু বলি, তবে সত্যবিরোধ উপস্থিত হয়। সত্য এই যে, অবস্তুর সত্তা নাই, কিন্তু ইহার সত্তার দর্শন হইতেছে। ইহার সত্তা দর্শন না হইলে সকল বস্তু পরস্পর সংশ্লিষ্ট দৃষ্ট হইত। দূরস্থ সাবকাশ দুইটি বৃক্ষ নিরবকাশ লক্ষিত হয়। তাহার কারণ এই যে, তদুভয়ের মধ্যস্থ স্থিরবায়ু দূরত্বহেতু বিলোকিত হয় না।

আমরা যে যে স্থানে চৈতন্যাদিগুণের সত্তা

অবলোকন করি, তত্তৎ স্থানে তত্ত্বদ্‌গুণাশ্রয় বস্তুসত্তাও অবলোকন করিতেছি।

ভিন্ন২ কারণে আমাদের অনেক অবাস্তবিক বস্তুর সত্তার অবলোকন হয়। একটী বাটীর এক পার্শ্ব ছিদ্রিত করিয়া সেই ছিদ্রে একটী নলের অগ্রভাগ প্রবেশিত করাইয়া পরে, নলের অন্য অগ্রভাগ কোন চক্ষুঃ সংস্পৃষ্ট করিয়া বাটিটী আলোকের মধ্যে স্থাপিত করিলে দৃষ্ট হইবে, বাটীদ্বারা আবৃত স্থানে আলো নাই। ইহাতে অবশ্য প্রতীয়মান হইতেছে যে, আলোক কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কারণ, তাহা হইলে বাটীর মধ্যে অবশ্য আলোক থাকিবে। অতএব আমরা আলোকের যে সত্তা দর্শন করি, তাহা অবাস্তবিক। কিন্তু এক্ষণে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য যে, কি হেতুতে এইরূপ অবাস্তবিক বিষয়ের সত্তা দর্শন হয়। যে স্থানে যে বস্তু স্থিত থাকে, সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিলে সে বস্তু দৃষ্ট হয়। কিন্তু সূর্য্যাদি উজ্জ্বল বস্তু যে কোন স্থানে পাতিত দৃষ্টিতে বিলোকিত হয়, তাহাদের প্রগাঢ় উজ্জ্বল দর্শনীয়তাই ইহার কারণ। সূর্য্যাদি

যথা স্থানে যেরূপ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র তাহা হ- ইতে অতি সূক্ষ্মরূপে লক্ষিত হয়। সেই সূ- ক্ষ্মরূপে দৃষ্ট সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব সকল আলোক- রাশিরূপে দৃশ্যমান হয়।

নলের দ্বারা বাটীর মধ্যে দৃষ্ট ধ্বান্তও বস্তু নহে। আলোকাভাবে বাটীর মধ্যের দৃ- শ্যমান নয়নগোচর হয় না ও দর্শনাভাব ধ্বা- ন্তরূপে বিলোকিত হয়। অতএব, ধ্বান্ত স্থ- লেও আমাদের অবাস্তবিক সত্তা দর্শন হয়। এতদ্দ্বারা এই একটী সত্যের প্রতিভান হই- তেছে যে, আমাদের দর্শনশক্তি অতি লঘু। সূর্য্যাদির দ্বারা আমাদের দর্শনশক্তির উন্মেষ ও অন্য দৃশ্যমানের ঘনিষ্ঠতামূলক দর্শনীয়তার স- ম্ভাবনা হইলে তদ্দ্বারা দর্শনক্রিয়া হইতে পারে না। অনেক বন্যপশু ও উলূকেরা রাত্রিতে বি- চরণ করে। কিন্তু সেই হেতু তাহাদের দর্শন- শক্তির অধিক উৎকর্ষ স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, নানারূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, তাহা- দের আত্মা মনুষ্যের আত্মা হইতে নিকৃষ্ট। সুত- রাং মনুষ্য হইতে তাহাদের দর্শনশক্তিও নিকৃষ্ট।

যে বস্তু দৃঢ়রূপে বিলোকিত হয়, তাহা হইতে নয়ন অন্যত্র স্থাপন করিলে, তাহার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়। মার্ত্তণ্ডের প্রতি বহুক্ষণ সবল দৃষ্টিপাত করিয়া আকাশের অন্যত্র দৃষ্টি স্থাপন করিলে অতি ঈষদুজ্জ্বল নীল-মার্ত্তণ্ড লক্ষিত হয়। তত্ত্ববোধিনীতে যে ভক্ত-সূর্য্যের বিষয় লিখিত আছে, বোধহয় তাহার উদয় উক্তরূপ দর্শন হইতে হইয়াছিল। এবং শিবসংহিতার প্রতীকোপাসনা পদ্ধতিও উক্ত-রূপ দৃষ্টি-বিজ্ঞানমূলক। আতপে বহুক্ষণ চাহিয়া অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিলে যে অন্ধকার হয়, তাহা আতপের প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রবল-রূপে অনুমিত হইতেছে। যদি চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া ঐ অন্ধকার দৃষ্ট হইত, তবে তত অল্প কালে তাহার প্রতিকার কখন হইত না। এ সকল স্থানেও অবাস্তবিক সত্তা দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু দর্পণে ও জলে যে বিম্ব দৃষ্ট হয়, সে স্থলে অবাস্তবিক সত্তা দর্শন হয় না। তত্তৎ স্থলে দৃশ্যমানই দৃষ্ট হয়, প্রতিরূপ দৃষ্ট হয় না।

স্বচ্ছ বস্তুর এক পৃষ্ঠ হইতে যেমন অন্য পৃষ্ঠের বস্তু দৃষ্ট হয়, তেমন দর্শকাদি নিকস্থ দৃশ্যমানও দৃষ্ট হয়। দৃষ্টিস্থিতি হেতুতে এই দর্শনক্রিয়া দর্পণাদির শরীরে হয়। কিন্তু অন্য পৃষ্ঠের দৃশ্যমান দৃষ্ট হইলে তদ্ব্যাপকতায় ইহা হয় না। দৃশ্যমানের যে অংশ প্রথম দর্শনীয়, তাহা প্রথম দৃষ্ট হয়। অতএব দর্শনস্থান ক্রমে অবাস্তবিক দর্শন হয়।

যে বস্তুতে যে বিষয়ের দৃষ্টি করা যায়, তাহাতে সেই বিষয়ের উৎপত্তি হয়, কারণ তাহাতে সেই বিষয়ের স্থিতি হয়। যাহাতে যে বিষয়ের স্থিতি হয়, তাহাতে সে বিষয়ের উৎপত্তি হয়। মৃত্তিকাতে কাষ্ঠফলক পতিত থাকিলে মৃত্তিকাতে কাষ্ঠফলকের ঈষৎ উৎপত্তি ও কাষ্ঠফলকে মৃদ্ভাবের উৎপত্তি হয়। এই কারণেই অগ্নিস্থিত বস্তু অগ্নি, ও জলস্থিত বস্তু জল হয়। সংলগ্ন বস্তুদ্বয়ের পরস্পর যেরূপ স্থিতি হয়, অসংলগ্ন বস্তু দ্বয়ের পরস্পর সেরূপ স্থিতি হয় না। কিন্তু পরস্পর তাহাদের যে স্থিতি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ।

আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপিনী নহে। যে দূর-স্থানে দৃষ্টির গতি নির্ব্বৃত্ত হয়, তাহার পরস্থ দৃশ্যমান দর্শনাভাবে তিমিরময় দেখায়। ঊর্দ্ধে এই স্থানেই আমরা আকাশের আরম্ভ কল্পনা করি, ও নিম্নে এই স্থানেই আকাশ লগ্ন হইয়াছে দৃষ্ট হয়। নিম্নের দৃশ্যমান স্থানের প্রান্ত-রেখাকে মণ্ডল বা দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা বলা হয়। দর্শক হইতে দৃষ্টিব্যাপিকা রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ ও আকাশের মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ সমান।

বস্তু, দর্শক হইতে যত দূরস্থ হয়, তত তাহার দর্শনীয়তার লাঘব হইয়া তাহা ছোট দৃষ্ট হয়।

পুনঃ২ কোন কিছুতে দর্শন হইয়া তাহা যদি সহ্য হয়, অথবা উৎকর্ষ বিশ্বাসে কোন কিছুতে যদি সহ্যদর্শন করা হয়, তবে তাহার অনুভব সুখনামে কথিত হয়। যাহার দর্শনে সুখ হয়, তাহার গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। এই কারণে যাহারা অসৎ লোকের সংসর্গে থাকে, তাহারা অসৎক্রিয়াপরায়ণ হয় ও যাহারা সৎ

লোকের সংসর্গে থাকে, তাহারা সৎক্রিয়াপরায়ণ হয়। এ স্থলে উপলব্ধি হইতেছে, আমাদের সমুদায় সাধু ও অসাধু ক্রিয়ার প্রবৃত্তির নিদান দৃষ্টি। অদর্শনে আত্মাতে চৈতন্যগুণের পরিবর্ত্ত হইয়া শৈত্যের উদয় হয় ও অন্য দর্শনে চৈতন্য-গুণের পরিবর্ত্ত হইয়া তেজোগুণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু আত্ম সমাধিতে আত্মা ও দর্শনশক্তি শুভ থাকে।

অনুভব।

দর্শনশক্তি ব্যতীত চৈতন্য গুণের সত্তা থাকিতে পারে না। অতএব দর্শনশক্তি চৈতন্যের স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু পরে প্রতীয়মান হইবে যে, অনুভব ব্যতীত চৈতন্যের সত্তা থাকিতে পারে। অতএব অনুভব চৈতন্যের স্বাভাবিক গুণ নহে। আধারের যে স্বগত ভাব ব্যতীত সত্তা থাকিতে পারে না, তাহা আধারের স্বাভাবিক গুণ। জলের স্বগত শৈত্য ব্যতীত ও অগ্নির স্বগত উষ্ণত্ব ব্যতীত সত্তা থাকিতে পারে না। অতএব শৈত্য ও উষ্ণত্ব জল ও বহ্নির স্বা-

ভাবিক গুণ। কিন্তু আধারের যে স্বগত ভাব ব্যতীত সত্তা থাকিতে পারে, তাহা আধারের স্বাভাবিক গুণ নহে। জলের বিকৃতি ও অগ্নির বিশেষ বস্তুমূলক উজ্জ্বলতার অভাবে জল ও অগ্নির সত্তা থাকিতে পারে। অতএব বিকৃতি ও উক্তরূপ উজ্জ্বলতা জল ও অগ্নির স্বাভাবিক গুণ নহে। দৃশ্যমান বস্তু সকলের প্রধানতঃ এই কয়েকটী স্বাভাবিক গুণ লক্ষিত হয়; আকৃতি, বর্ণ, দৃঢ়ত্ব, কোমলত্ব, শৈত্য, উষ্ণত্ব ও মিষ্টত্বাদি। কোন কোন বস্তুতে এই সকল গুলিই দৃষ্ট হয়। কোন বস্তুর ইহার কোন একগুণের অভাব কল্পনা করিয়া তাহাকে সে বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব এই সকল গুণ বস্তু সকলের স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণের কোন এক গুণের অভাবে কোন বস্তুর সত্তা থাকে, তবে ঐ গুণ সেই বস্তুর স্বাভাবিক গুণ নহে, বিকারোৎপন্ন গুণ। জ্বরগ্রস্ত লোকের বিশেষ যে উষ্ণত্ব হয়, তদভাবে তাহার সত্তা থাকে। অতএব জ্বরের উষ্ণত্ব লোকের বিকারোৎপন্ন গুণ।

দর্শনশক্তির যত অপকর্ষ হয়, তদ্দ্বারা বস্তুর সত্তাদিও তত অপকৃষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়। এবং অনুভব দ্বারাও বস্তুর সত্তাদি অতি অপকৃষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়। অতএব অনুভব, দর্শনশক্তির লাঘবমূলক। আমাদের হিতের নিমিত্ত আমাদের স্রষ্টৃ পরমাত্মগণের ইচ্ছায় আমাদিগেতে এই অনুভব বিকারের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং আমাদের দোষে সময়ে২ তাহার অনুচিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনুভূয়মান বস্তুভেদে অনুভবের ভিন্ন অনুভবন হয়। জলে শৈত্যের অনুভবন হয়, অগ্নিতে তেজের অনুভবন হয়, লৌহে দৃঢ়ত্বের অনুভবন হয়, নবনীতে কোমলত্বের অনুভবন হয়, পুষ্পাদির তেজঃ শৈত্যে গন্ধের অনুভবন হয়, পরস্পর আহন্যমান রূঢ় পদার্থ দ্বয়ে শব্দের অনুভবন হয় ও শর্করাদিতে মিষ্টত্বাদির অনুভবন হয়। তিনটী ভিন্ন২ অনুভবহেতু অনুভাবকের তিনটী ভিন্ন২ হইয়াছে। পুষ্পাদির অনুভবন হেতু ঘ্রাণশক্তি নাম, পরস্পর আহন্যমান পদার্থ দ্বয়ের স্পর্শানুভবন হেতু শ্রবণশক্তি ও শর্করাদির মিষ্টত্বাদির অ-

নুভবন হেতু রসনশক্তি ঐ তিনটী ভিন্ন২ অনুভবন ও ভিন্ন২ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, যথা, আঘ্রাণ, শ্রবণ ও রসন।

আমরা আমাদের স্রষ্টৃ পরমাত্মগণের প্রদত্ত প্রগাঢ় অভ্যাসানুসারে শরীরের কোন অঙ্গ দ্বারা দর্শন, কোন অঙ্গ দ্বারা আঘ্রাণ, কোন অঙ্গ দ্বারা শ্রবণ, কোন অঙ্গ দ্বারা রসন ও কোন অঙ্গ দ্বারা অনুভবন করিয়া থাকি। অনুভবন প্রায় সর্ব্বাঙ্গদ্বারা হইয়া থাকে। কিন্তু হস্ত দ্বারা বিশেষ রূপ অনুভবন হয়; যদি আমাদের স্রষ্টৃ পরমাত্মগণ আমাদিগকে এই রূপ অভ্যাসে বদ্ধ না করিতেন, তবে আমরা শরীরের যে কোন রন্ধ্রদ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া করিতাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট লক্ষিত হয়। যখন অনুভব দর্শনশক্তির বিকার, সুতরাং যখন অনুভব ও দর্শনশক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, তখন যে কালে দর্শনশক্তি দ্বারা দর্শন করিতাম, সে কালে অনুভব দ্বারাও ভিন্ন২ অনুভবন হইয়া দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইত। বোধ হয় আমাদের করুণাকর স্রষ্টৃ পরমাত্মগণ এই

অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তই আমাদিগকে তাদৃশ অভ্যাসে বদ্ধ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভিন্ন২ জাতি ভেদে চৈতন্য ও তাহার দর্শন শক্ত্যাদি গুণের তরতম্য লক্ষিত হয়, ইহার নিগূঢ় কারণ অতি দুরাপ্য।

তেজঃ শৈত্যে গন্ধ বস্তু ও পরস্পর আহন্যমান পদার্থ দ্বয়ের স্পর্শের অনুভবন যেরূপ দূর হইতে হয়, অন্য কোন অনুভবন সেরূপ দূর হইতে হয় না। অথচ সকল অনুভবনেরই এক অনুভব কারণ। এই বিসদৃশ বিষয়ের হেতুর অনুসন্ধান দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের রচনাকৌশল ইহার কারণ। সেই রচনাকৌশল কিরূপ, তাহা মাদৃশ জনের প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। আমি ফলতঃ এইমাত্র বলিতে পারি যে, এস্থলে বস্তুর বিস্তার হইতে সঙ্কোচ অধিকতর কার্য্যকারক। অতএব অনুভব নাসিকা ও শ্রবণের সূক্ষ্ম রন্ধ্র দ্বারা সঙ্কুচিত রূপে বিষয় সমাধি সম্পন্ন হইয়া অধিকতর কার্য্যকর হইয়া থাকে।

প্রথম প্রবন্ধ দ্বারা অবগতি হইবে যে, সমুদায় জড় পদার্থের তেজ ও শৈত্য এই দুইটী উপকরণ। অতএব গন্ধ ও মিষ্টত্বাদি ভিন্ন২ তেজ অথবা শৈত্য। তেজ অথবা শৈত্যের অবস্থা বিশেষে তাহা গন্ধরূপে আঘ্রাণ ও মিষ্টত্বাদি রূপে আস্বাদিত হয় ও কারণের ভিন্নত্বে আঘ্রাণ এবং আস্বাদনেরও ভিন্নত্ব ঘটে। পরন্তু নাসিকা ও জিহ্বা দ্বারা যে অনুভবন হয়, তাহা আঘ্রাণ ও আস্বাদন রূপে হয়। অতএব নাসিকা ও জিহ্বা দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর তেজঃ শৈত্য দৃঢ়ত্ব ও কোমলত্বাদি গন্ধ ও মিষ্টত্বাদি রূপে অনুভূত হয়। বস্তুভেদে অনুভবনের ভেদ হয়।

যে স্থানে দুই বস্তুর পরস্পর সংস্পর্শ, সেই স্থানেই শব্দের অনুভবন হয়। আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, মেঘে উক্ত রূপ সংস্পর্শের অভাবেও শব্দের অনুভবন হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা নহে। মেঘেও যে উক্ত রূপ সংস্পর্শের বিদ্যমানতায় শব্দের অনুভবন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

পৃথিবীর যে ধর্ম্ম বিশেষে উপরিস্থ অপারি-

মেয় শিলাখণ্ড আকর্ষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ শায়ী করিতে পারে, তাহা একটী পুষ্পকে তাহার কোমল বৃন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠশায়ী করিতে পারে না, ইহা অনাকর্ষণশক্তিবাদি আমার প্রবল মত পোষক। ঐ ধর্ম্ম চেতনাত্মক নহে যে পুষ্পের বৃক্ষস্থিতি কামনায় তাহাকে অকালে ছিঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠশায়ী করে না। প্রস্তর ও পুষ্পের পরমাণুর ন্যূনাধিক্যে, পৃথিবীর উক্ত ধর্ম্মের আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য হওয়ার কোন কারণ আকর্ষক ও আকৃষ্যমান কিছুতেই লক্ষিত হয় না। অতএব পৃথিবীতে উক্ত রূপ ধর্ম্ম নাই। তাহা যদি হয়, তবে পৃথিবীর নিম্নে মনুষ্যাদি গুরু বিশিষ্ট পদার্থ স্থিতির কল্পনা হইতে পারে না। কারণ, তাহারা আপনাদের শৈত্যের অধো-বেগিত্বরূপ গুরুত্বে পতিষ্ণু কল্পিত হইয়া অভাব কল্পিত হইতেছে। এখন দৃষ্ট হইতেছে. পৃথিবীর নিম্নে জলাভাবে শৈত্যের বিশেষ সঞ্চার নাই। কিন্তু তাহা সূর্য্যের উত্তাপে নিয়ত সন্তাপিত হইতেছে। তাহাতে পৃথিবীর নিম্নভাগ অতিশয় তেজোময় হইয়াছে। পৃথিবীর গর্ভে স্থানে২ যে

উত্তপ্ত স্থানের আবিষ্কার হইয়াছে ও পৃথিবীর উপরিভাগ যে এত শুষ্ক, পৃথিবীর নিম্ন ভাগের উত্তপ্ততা তাহার কারণ পদবাচ্য। সমুদ্রের যে স্থান অত্যন্ত গভীর, সে স্থানের তলভাগ, পৃথিবীর উত্তপ্ত নিম্ন ভাগের নিকটস্থ বলিয়া উষ্ণ, সুতরাং তাহার জলও উষ্ণ; এই উষ্ণ জলেই বাড়বানলের দর্শন হইয়াছিল।

শীতকালে সূর্য্য পৃথিবী হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হয়, এই কারণে শীতকালে পৃথিবীতে তাপের এত অভাব। সূর্য্যের দূরবর্ত্তিত্ব ও পৃথিবীর তাপের অল্পতার হেতুতে শীতকালে পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুরাশি বহুদূর পর্য্যন্ত শীতল থাকে। শীতকালে পৃথিবীর যে যৎকিঞ্চিৎ উত্তপ্তত্ব হয়, সেই হেতুতে উপরের বায়ু হইতে নিম্নের বায়ু কিঞ্চিৎ উষ্ণ। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়। এই হেতুতে তখন পৃথিবীতে অত্যন্ত তাপের সঞ্চার হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুরাশি উষ্ণ হয়। সূর্য্যের কেবল উপরের ও নিম্নের বায়ুরাশি উভয়কালে সমান উষ্ণ। কারণ উভয়কালে উভয়

বায়ুরাশির সহিত সূর্য্যের সমান সম্বন্ধ। যখন সূর্য্যের উপরের বায়ুরাশির উত্তপ্ততার বিষয় লিখিত হইল, তখন তদ্দারা ইহাও প্রকাশ করা হইল যে, সূর্য্যের উপরিভাগও তেজোময়। যদি সূর্য্যের উপরিভাগ তেজোময় না হইত, তবে সময় বিশেষে সূর্য্যের তেজোময় নিম্নভাগ ঊর্দ্ধ-বেগে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া তাহার অনুজ্জ্বল নিম্নভাগ আমাদের নয়নগোচর হইত।

সূর্য্যের তাপের সঞ্চার হওয়াতে পৃথিবীর সমুদ্রাদির জল উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধবেগে ধূমা-কারে উপরে উত্থিত হয়। যে২ অংশ সমান উত্তপ্ত হয়, সেই সেই অংশ যুক্তভাবে উপরে উত্থিত হয়। তাপের অল্পতায় শী-তকালের বাষ্পরাশি পরিস্ফুটরূপে দৃশ্যমান হয়। যতক্ষণ সূর্য্যের বর্ত্তমানতা থাকে, শীত-কালের বাষ্পরাশি ততক্ষণ উপরে উঠে, পরে সূর্য্যের পৃথিবীর নিম্নভাগে অবস্থিতি হইলে ঐ বাষ্পরাশি শীতল বায়ুতে শীতল হইয়া তুহিনাম্বুরূপে পতিত হয়। সমুদ্রের উত্তপ্ত স্থা-নের বাষ্প অধিকতর উষ্ণ হয় বলিয়া তহি-

স্বাম্বুরূপে পতিত হয় না। ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হয়। গ্রীষ্মকালের বাষ্পরাশির অত্যল্লাংশ তুহিনাম্বুরূপে পতিত হয়। অধিকাংশই উপরে উত্থিত হয়। বাষ্পের উপরে উত্থিত হওয়ায় সীমার কল্পনা হইতে পারে না। তাপই বাষ্পের উপরে উত্থিত হওয়ার কারণ। যতক্ষণ তাপের অভাব না হয়, ততক্ষণ বাষ্পেরও ঊর্দ্ধগমনের বিরাম হয় না। আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করি, এই আকাশে মেঘ নাই, এই আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, ভূরিবাষ্পরাশি অতিশয় ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। তন্নিম্নাবরোহণ দ্বারা ঐরূপ মেঘাচ্ছন্নতা হইয়া থাকে। বাষ্প সকলের ঊর্দ্ধ্বেগ ও দ্রুতবেগ দ্বারা তাপের আধিক্য হয়। ঊর্দ্ধ্বেগ ও দ্রুতবেগ তাপের গুণ। গুণের উৎপত্তিতে তদাধারের উৎপত্তি হয়। বাষ্পরাশির অধোবেগে ও মৃদুবেগে শৈত্যের উৎপত্তি হয়। কারণ অধোবেগ ও মৃদুবেগ শৈত্যের গুণ। যখন সূর্য্যের অন্তর্ধান হয়, তখন তাপের কিঞ্চিৎ অভাব হইয়া বাষ্পরাশির

কাহার বেগের মান্দ্য ও কাহার অধোবেগ হয়। অধোবেগের যদি অত্যন্ত আধিক্য হয়, তবে ক্রমেই তাহা শীতল হইয়া ঝড় অথবা বৃষ্টি হইয়া পতিত হয়। বৃষ্টির বেগের আধিক্য হইলে বায়ুবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিবিন্দুসকল উত্তপ্ত হইয়া তেজঃ শৈত্যের যোগে দৃঢ় হইয়া পতিত হয়। ইহা বর্ষোপল উপরি বর্ত্তমান যে সকল বাষ্প-রাশিতে যুক্তত্বোপযোগী তেজঃ শৈত্য জন্মে তাহা দৃঢ় হয়। বায়ুবেগে তাহাদের পরস্পর সংস্পর্শ দ্বারা শব্দের অনুভবন হয়। যে দৃঢ় বাষ্প-রাশিতে অত্যন্ত তেজের উৎপত্তি হয়, তাহার বিদীর্ণতার সম্ভাবনা। কারণ, দৃঢ় বস্তুতে অত্যন্ত তাপের সঞ্চার হইলে তাহার অংশসকল অথবা অপেক্ষাকৃত অধিকতর উত্তপ্ত অংশ ঊর্দ্ধবেগ হেতুতে বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্নতা কালে অংশদ্বয়ের পরস্পর রূঢ় স্পর্শ হয়। বিচ্ছিন্নতা কালেও শব্দের অনুভবন হয়। রজ্জু ছিঁড়িবার কালে স্থালীর বিদীর্ণতা কালে ও এইরূপ অন্য কালে যে শব্দ শ্রুত হয়; তাহাও উক্তরূপ রূঢ় স্পর্শসহ। অতএব যখন যেখানে রূঢ় স্পর্শের বর্ত্তমানতা

সেই খানেই শব্দ, তখন শব্দ উভয় বস্তুর রূঢ় স্পর্শ। উভয় বস্তুর রূঢ় স্পর্শই শব্দরূপে কর্ম্ম-দ্বারা অনুভূত হয়।

দর্শনশক্তি ও অনুভবের লাঘব ঘটিলে তদ্দ্বারা বায়ু সর্ব্বাঙ্গীনরূপে প্রত্যক্ষ হয় না। এই হেতুতে বায়ু ব্যবহিত বিষয় সকল সম্মুখস্থ হইয়া দৃষ্ট ও অনুভূত হয়। অন্য কর্ত্তৃক যে দুর্গন্ধাদি প্রত্যক্ষ হয় না, উক্তরূপ নষ্ট দর্শনানুভব কর্ত্তৃক তাহা প্রত্যক্ষ হয়। এই ব্যক্তি গৃহের অতি সন্নিকর্ষে পুরীষরাশির কল্পনা করিতে পারে। এ ব্যক্তি যদি বিশেষ বিবেচনা শূন্য হয়, তবে ইহ কর্ত্তৃক অভিযোগের উপস্থিতি সম্ভাবনা। বৃদ্ধেরা যে চশমা ব্যবহার করেন, তাহার কারণ এই, তদ্দ্বরা বায়ুর দৃশ্যমানতার অনেক লাঘব হয়, তাহাতে অন্য দৃশ্যমান পরিষ্কৃতরূপে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় যদি কর্ণে চশমার ন্যায় কোন বস্তুর ব্যবহার করা যায়, তবে নষ্টানুভবের এক্ষণকার হইতে পরিষ্কৃত শব্দানুভবন হইতে পারে। কিন্তু দর্শনশক্তি ও অনুভব অত্যন্ত নষ্ট হইলে তদ্দ্বারা উক্তরূপ ক্রিয়া হইতে পারে না,

ও অনষ্ট দর্শনানুভব ব্যক্তির চশমা ও তদ্বৎ সাধনের বাধকতায় অধিকতর পরিষ্কৃত দর্শনানুভবনের সম্ভাবনা নাই।

অনুভব দর্শনশক্তির বিকার। অতএব অনুভব শোকের হেতু কিন্তু পৃথিবী যেরূপ স্থান ও আমরা যে রূপ প্রয়োজনাসক্ত, তাহাতে অনুভব আনন্দের হেতু হইয়াছে।

ক্রোধাদি।

মনুষ্যের জন্মাবধি বাহ্য ক্ষতি হইতে বাহ্য অক্ষতি অধিক হয়। অতএব মনুষ্যের অক্ষতির অনুভব সর্ব্বদাই প্রায় হয়, ও ক্ষতির অনুভব অত্যল্প হইয়া থাকে। যাহার অনুভব সর্ব্বদা হয়, তাহা সহ্য। কারণ, সর্ব্বদা তাহার অনুভব হইয়া সহ্যতার অনুভব হইতেছে। যাহার অনুভব না হয়, অথবা যাহার অত্যল্প অনুভব হয়, তাহা অসহ্য। কারণ, তাহার সহ্যতার অনুভব হয় না।

ক্ষতি দুই প্রকার। স্বতোভূত ক্ষতি, ও ইচ্ছাকৃত ক্ষতি। যে ক্ষতি কাহার ইচ্ছাদ্বারা উৎপন্ন না হয়, তাহা স্বতোভূত ক্ষতি; ও যে ক্ষতি কাহার ইচ্ছা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা ইচ্ছাকৃত ক্ষতি; স্বতোভূত ক্ষতি ও ইচ্ছাকৃত ক্ষতির অসহ্যতা একরূপ নহে। সকলের স্বতোভূত ক্ষতির অসহ্যতায় পরদণ্ডার্থ দর্শন হইয়া স্ব[illegible]ত ক্ষতির অসহ্যতানুভব পরদণ্ড প্রবৃ[illegible] না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ক্ষতির অসহ্য[illegible] সহিত পরদণ্ডার্থ দর্শন হইয়া ইচ্ছাকৃত ক্ষতির অসহ্যতানুভব পরদণ্ডপ্রবৃত্তিশীল হয়। পরন্তু যাহা সহ্য না হয়, তাহার দর্শনাদি করিতে পারা যায় না। অতএব স্বতোভূতক্ষতি অসহ্য বলিয়া তাহাতে আত্মার ক্ষতিভেদে ভিন্ন২ রূপ অদর্শন জন্মে। অদর্শনে আত্মায় শীতগুণ বিকার জন্মিয়া স্বতোভূত ক্ষতির অসহ্যতানুভব শীতগুণাশ্রিত হয়। ইচ্ছাকৃত ক্ষতির স্থলে আত্মার উক্তরূপ অদর্শন হইয়া শীতগুণ বিকার ঘটে না। কারণ, সে স্থলে ক্ষতিকারীর দণ্ডবিষয়ে দৃষ্টির ব্যাপৃতি ঘটে। অতএব ইচ্ছাকৃত ক্ষতির অসহ্যতানুভব

তেজোগুণাশ্রিত হয়। দণ্ডবিষয়ে যত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয়, ইচ্ছাকৃত ক্ষতির অসহ্যতানুভব তত তীক্ষ্ণ-তেজোগুণাশ্রিত হয়। এই ইচ্ছাকৃত ক্ষতির পরদণ্ডপ্রবৃত্তিশীল তেজোগুণাশ্রিত অসহ্যতানুভব ক্রোধ। সর্ব্বদা দৃষ্টির দ্বারা ক্রোধের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যে স্থলে মননের দ্বারা ক্ষতির দর্শন হয়, সে স্থলে মননের দ্বারা ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

কেহ কোন ধনীর সামান্য ক্ষতি করিলে তাঁহার উক্তরূপ অসহ্যতার অনুভবের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তিনি ক্ষতিকারীর কার্য্যের অ-বৈধত্বে প্রগাঢ় তীক্ষ্ণদর্শন করিতে পারেন। এইরূপ তীক্ষ্ণদর্শনও ক্রোধ। ক্রোধকালে বৈ-ধাবৈধ বিচারের অনেক বিষয়ের অচক্ষুর্গোচ-রতা হেতুক এইরূপ ক্রোধের উৎপত্তি বাহুল্যত মনের দ্বারা হয়।

যাঁহার আত্মার মহত্ত্বে প্রশংসা প্রযোজ্য, তাঁহারও প্রথম বিধ ক্রোধ হয় না। তাহার কারণ এই, তাঁহার আত্মার সহ্যতায় অনুভবের ব্যাপৃতি থাকাতে কোন অসহ্যতার উপলব্ধি বড় হয়

না। কিন্তু অসহ্যতার গৌরব অধিকতর হইলে তাহার উপলব্ধি হয়। এস্থলে ইহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে, জগতে সকলেরই তুল্যরূপ ক্রোধ কেন দৃষ্ট হয় না।

উক্তরূপ মহাত্ম ব্যক্তির দ্বিতীয় প্রকারের ক্রোধও হয় না। কারণ, তিনি উক্তরূপ অবৈধদর্শন না করা বৈধ বলিয়া জানেন।

ক্রোধের রূপ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ক্রোধের দ্বারা আত্মার চৈতন্যগুণ ক্রমশঃ তেজোগুণে পরিণত হইয়া আত্মনাশ দশা উপস্থিত হয়। আত্মার চৈতন্যগুণের ক্ষয় হইতে থাকিলে তাঁহার দর্শন শক্তিরও ক্ষয় হইতে থাকে। অতএব ক্রোধী, সদসৎ কোন বিষয়ে উচিত বিবেচনা করিতে পারে না। কিন্তু কোন শিক্ষক ক্রোধী হইলে যেমন তাঁহার দ্বারা সকল বিষয়ে উচিত বিবেচনা না হইয়া অপকার হয়, সেইরূপ কোন তস্কর ক্রোধী হইলে তাহার কার্য্যোচিত বিবেচনার অভাবে সমাজের অত্যন্ত উপকার হয়। অতএব অনেক স্থলে ক্রোধের অপকার ও

অনেক স্থলে ক্রোধের উপকার দৃষ্ট হয়। তাহা বিস্তারিত রূপে লেখার আবশ্যকতা নাই। যা-হাহউক, ক্রোধকালে আত্মা তেজোগুণাশ্রিত হওয়াতে চক্ষুরাদি রক্তবর্ণ হয়। অগ্নিতে ঘৃতের ন্যায় ক্রোধে শরীরের ঘৃতবদংশ দ্রবীভূত হ-ইয়া স্বেদোৎপত্তি হয়। ও মস্তকাদি ক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে।

ক্রোধের কালে অনেকের শরীর কম্পিত হয়। তাহার কারণ এই, ক্রোধোৎপন্ন তেজের বেগে শরীরের যে২ অংশে বেগের উৎপত্তি হয়, সেই২ অংশের পুনঃ২ গতিও রোধ হ-ইয়া কম্পনের উদ্ভব হয়।

ক্রোধে মুখের রস শুষ্ক হয়। কিন্তু যদি অতি ক্রোধ হয়, তবে মুখের ঘৃতবদংশ জল হইয়া নিষ্ঠীবন হয়।

কোন বস্তু যে তেজে দ্রবীভূত হয়, তাহার কারণ এই, তেজেরদ্বারা বস্তু পিষ্ট হইয়া তাহাতে কোমলত্বের উৎপত্তি হয়। কোমলত্ব জলের গুণ। অতএব জলীয় গুণোৎপত্তি হেতুক উক্ত বস্তু জল হয়। যদি তেজের দ্বারা জলে বাষ্পকল্পভাব

জন্মে, তবে তেজে জল ফেণরূপে পরিণত হয়।

ক্রোধের দ্বারা দণ্ডদর্শনের উৎপত্তি হয়; সুতরাং তদ্দ্বারা নানা প্রকার অনিষ্ট দর্শনের উৎপত্তি হইয়া নানা অনিষ্টকার্য্য কৃত হয়। ক্রোধের দ্বারা সচরাচর নিম্ন লিখিত অনিষ্টকর কার্য্য-গুলির উৎপত্তি হয়।

ভ্রূকুটি, কটুবাক্য, প্রহার, হত্যা, চৌর্য্য, গৃহদাহাদি, আত্মবিচ্ছেদ ও কলঙ্ক।

বিদ্যালয় প্রভৃতি কোন২ স্থলে প্রথম লিখিত প্রহারাত্ত কার্য্য কয়েকটীর দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রোধ বশীভূততা ব্যতীতও ঐ কার্য্য কয়েকটীর দ্বারা ঐরূপ উপকার হইতে পারে।

অতএব ক্রোধ অবশ্য নিবারণীয়। ক্রোধ নিবারণের প্রধান উপায় ক্রোধের অকর্ত্তব্যতার স্মৃতি। যদি এইরূপ স্মৃতি দৃঢ় হয় যে, ক্রোধ অতি অকর্ত্তব্য, তবে অবশ্য ক্রোধ উত্তরোত্তর সহ্য হয়। যাহা পুনঃ২ সহা যায়, তাহা অবশ্য সহ্য হয়। যদি ইচ্ছাকৃত ক্ষতি সহ্য হয়, তবে অনিষ্টোৎপাদকত্বে অক্ষতি ও ক্ষতি উভয়ই তুল্যতা প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

উক্ত রূপ মহতী স্মৃতির অবলম্বন করিয়া ক্রোধ সহ্য করিয়া থাকিবার কালে নানারূপ ক্ষতির দর্শন হয়। তাহাতে স্মৃতির ধ্বংস হয়। বাস্তবিক এই সকল ক্ষতির দর্শন যে অলীক তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ বিবেচনা করে, আমি যদি এখন ক্রোধ সহ্য করিয়া থাকি, তবে এ ব্যক্তি যে আমাকে গা ল দিল, সে কারণে লোকে আমাকে নীচ বিবেচনা করিবে। বস্তুতঃ যখন ক্রোধ সহ্য করিয়া থাকা প্রশংসার বিষয় ও কল্যাণকর; তখন নিতান্ত মূঢ় ব্যতীত কেহ ক্রোধ সহ্যকারীকে নীচ বিবেচনা করে না। কেহ বিবেচনা করে, আমি যদি এখন ইহাকে কিছু না বলি, তবে ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি আমার প্রতি অধিকতর অন্যায়াচরণ করিবে। কিন্তু যেমন দুঃখ, দয়া দৃষ্টির হেতু, তেমন ক্রোধের সহ্যতা এমনি মহা বিষয় যে, তাহা দেখিয়া নিতান্ত অধম ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্ব্বার অন্যায়াচরণ করিতে পারে না। যাহারা তাদৃশ অধম, তাহারাও পুনর্ব্বার অন্যায়াচরণ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, ক্রোধের সহ্য-

তাঁহারা আত্মোদিতি হইয়া আত্মার গৌরব ও তন্মূলক অপ্রধৃষ্যতা হয়। কেহ২ এরূপ বিবেচনা করে যে, আমি যদি ক্রোধ সহ্য করি, তবে ইহার নিকট আমার অধমত্ব জন্মিবে। কিন্তু যখন ক্রোধসহ্যকারী উত্তম কার্য্য করেন ও তদিতর অধম কার্য্য করে, তখন ইহার নিকট ক্রোধসহ্যকারীর অধমত্ব কখন হইতে পারে না। কিন্তু এ স্থলে পুনরুক্ত দোষ স্বীকার করিয়া বলা হইতেছে যে, ক্রোধের সহ্যতা হইলে অশিষ্টাচারীর দোষের নিরাকরণে নির্ভয় নিরলস ও নিরভিমান হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত।

লোভ—কোন বিষয়ে যে সহ্যানুভব হয়, তাহা সুখ। ভোজ্য ও পেয় বস্তুতে সুখের বিশেষ জাতি হইলে তাহা লোভ বলিয়া কথিত হয়। বালকের লোভ অল্প। কারণ, তাহার ভোজ্য ও পেয় বস্তুতে সুখের বিশেষ জাতি হয় না। কিন্তু উত্তরোত্তর যদি সে ভোজ্য ও পেয় বস্তুর অত্যন্ত-ব্যবহার করে, তবে তাহার তাহাতে সুখের সবিশেষ জাতি হইয়া লোভের উৎপত্তি

হয়। বালককালে যে যে বিষয় স্পর্শ করিতে পারে না, পরে সে ঐ রূপে তাহাতে প্রগাঢ় লোভী হয়।

যখন ইহা প্রতিপাদিত হইল যে, ভোজ্যাদির পুনঃ২ অভ্যবহারাদি না হইলে লোভের উৎপত্তি হইতে পারে না, তখন ইহা জ্ঞানগোচর হইতেছে যে, অভুক্তপীত বিষয়ে কাহার লোভ জন্মে না। কিন্তু যে অভুক্তপীত বিষয়ে ভুক্তপীত বিষয়ের সান্নিধ্য ও সৌসাদৃশ্য থাকে, তাহাতে লোভ হয়।

বিষয়ের অদর্শন কালে লোভ অস্তমিত থাকে। কিন্তু যে লোভী, সে প্রায় সর্ব্বদা মনের দ্বারা বিষয় প্রত্যক্ষ করে; ও সাদৃশ্য জ্ঞান দ্বারাও তাহার সম্মুখে বিষয়ের উদয় হয়। চিন্তা ও সারূপ্য জ্ঞান দ্বারা বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে লোভের নিষ্পত্তি হয়।

অধুনা মন্যমান হইতেছে যে, দর্শন ও মননের দ্বারা লোভের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ইহাদের দ্বারা তাহার উদ্রেকতা হয়।

লোভের উদয় হইলে বিষয়ের গ্রাহিদর্শন অথবা ইচ্ছার উৎপত্তি হয়।

যদি লোভীর বিষয়ের প্রাপ্তি না হয়, তবে তাহার অনুভব তাহার সহ্য হয় না। যদি বিষয়ের প্রাপ্তি হয়, তবে তাহার ব্যবহার করিয়া ইচ্ছার নিবৃত্তি হইলেও সে সহ্যানুভবে বা আরামে থাকিতে পারে না। ইচ্ছার নিবৃত্তির অবসানে বিষয়াভাব হেতুক যে দুঃখ ঘটিবে, তাহার চিন্তায় ব্যাকুলতা জন্মে। অতএব, লোভহেতুক ইচ্ছার প্রবৃত্তিতেও দুঃখ ও তাহার নিবৃত্তিতেও দুঃখ। প্রগাঢ় লোভায়ত্তমৎ পুরুষ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা লোভ বিষয়ে পর্য্যবসিত করিয়া কি বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু লোভের এমনি দৃঢ় প্রেরণা যে যদি তাহার বিষয় হেতুক অর্থব্যয়ের পূর্ব্বক্ষণে উক্ত রূপ যন্ত্রণার অনুভব হয়, তাহা হইলেও সে তাহার উৎপত্তিতে নিবৃত্ত থাকে না। পরন্তু লোভী আপনার অর্থব্যয় করিয়া বৈধ ভোজ্যপেয় ব্যবহার করিলেও অন্যে তাহা সহ্য করিতে পারে না। কারণ তাহাতে তাহাদের উক্ত রূপ অবৈধ ইচ্ছার সম্ভাবনা হয়। তাঁহারা যদি প্রাকৃত হয়, তবে তাঁহাদের দ্বারা অনিষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। লোভীর যদি

পরিবারের প্রতি স্নেহ না থাকে, তবে সে পরিবারের অনাত্মীয় ব্যবহারে দুঃখ ভোগ করে; ও যদি তাহার পরিবারের প্রতি স্নেহ থাকে, তাহা হইলে সে যেমন পরিবারের পর ব্যবহারে দুঃখ পায়, তেমন তাহাদের ভরণপোষণে যথোচিত সমর্থ না হইয়া প্রগাঢ় মনঃপীড়া ভোগ করে। এখন দৃষ্ট হইতেছে যে, লোভ পরের আত্মোচিত অসহ্যতার ও আত্মীয় জনের পরোচিত ব্যবহারের উৎপত্তি করে। লোভেও তন্মূলক ইচ্ছার প্রবঞ্চনা দর্শনেরও উৎপত্তি হয়। লোভানুরূপ কাকার্য্যের অবৈধতাজ্ঞান তাহার কারণ। যে দর্শন হইতে প্রবঞ্চনা হয়, তাহার ফল যেমন প্রবঞ্চনা, তেমন অসত্য কথন ও চৌর্য্য উক্ত দর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ, অন্যথা সম্পাদন উক্ত দর্শনের কার্য্য; ও অসত্যভাষণ এবং নিহ্নয়ের স্থলেও অন্যথা সম্পাদন। যদি উক্ত দর্শনের পরিপোষ বৈশেষ্য ঘটে, তবে অন্যত্রও তাহার কার্য্য লক্ষিত হইতে পারে। যদি লোভ অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে লোভীর

ব্যক্তিকর্ত্তৃক মাতৃসমতা, পত্নীপ্রেম ও অপত্যস্নেহ বিলুপ্ত হয়। কারণ, লোভী যদি বলপূর্ব্বক ইহার বিলোপ না করে, তাহা হইলে তাহাকে লোভের দমন করিতে হয়। কিন্তু প্রবল লোভাবৃত্তি বশতঃ সে তাহা করিতে পারে না। কিন্তু যাহার লোভ, মাতৃসমতাদি হইতে প্রবল না হয়, সে তাহা অবশ্য করিতে পারে। লোভী যদি সধন হয়, তবে লোভহেতুক তাহার নিঃস্বতায় সমাদর দৃষ্টির উৎপত্তি হয়, ও সংসার-বৈরাগ্য ইহার পরিপোষক বলিয়া তাহাও জন্মে। এস্থলে লোভ হইতে কিঞ্চিৎ কল্যাণোৎপত্তিও দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু পরিপোষাভাবে এই লোভোৎপন্ন সংসার-বৈরাগ্যের বদ্ধমূলতা হইতে পারে না। যে লোভ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, নিঃস্বতা ঘটিলে পুনর্ব্বার তাহা হইতেই সংসারাসক্তির উৎপত্তি হইয়া ইহার বিলোপ হয়। লোভে বংশমর্য্যাদাদি হইতেও বিচ্যুত করে। তাহার কারণ এই যে, লোভী পণ্যব্যবসায়ী দিগকে অত্যন্ত অনুচিত সম্মান করে যে, তাহাতে তাহার আপনাভে

নীচতা জন্মে। সুতরাং অল্প দিন মধ্যে সে একজন সামান্য লোক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ও তদ্ধে-তুক তাহার অবস্থারও অপকর্ষ ঘটে। পং-ব্যবসায়ী দিগের নিকট আপনার প্রিয়তম মান্য বিষয়ের প্রাপ্তি হইতে তাহাদের প্রতি তাদৃশ অনুচিত সম্মান হয়। পরে শ্রে-ণিসাম্যে সেই দৃষ্টির সর্ব্বাংশ ব্যাপিতা ঘটে। লোভে ম্লেচ্ছত্বেরও উৎপত্তি হইতে পারে। অনেকে গো-মাংসাদি ভক্ষণকে ম্লেচ্ছত্ব বলিয়া জানেন। বাস্তবিক তাহা নহে। ম্লেচ্ছ ধাতুর অর্থ দেশ্যোক্তি। অতএব বিদ্যাশিক্ষাতে অনা-দর করিয়া দেশ্যোক্তিতে সমাদর করাই ম্লে-চ্ছত্ব। লোভে ভোগ্য বস্তু শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। তাহাতে বিদ্যার অকর্ম্মণ্যতা জ্ঞানে দেশ্যোক্তির গৌরব স্থাপিত হয়। ইহা যে জগতের কিরূপ অনিষ্টকর, বিদ্যার গৌরবজ্ঞেরা তাহা অযত্নে বুঝিতে পারিবেন।

লোভের উৎপত্তি হইলে তাহার দমন অতি কঠিন। লোভী তাহা আপনা হইতেও নিবারণ করিতে পারে না, ও অন্যে সে বিষয়ে

যত্ন করিলেও নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। লোভ-হেতুক যে দুঃখাদি হয়, লোভীর লোভ নিবারণ হইলে একমাত্র তাহাই উপায়রূপে দৃষ্ট হইতেছে • লোভের উৎপত্তি হইলে তাহা নিবারণ করা কঠিন বটে, • কিন্তু তাহার উৎপত্তি না হওয়ার বিষয়ে উপায় করা কঠিন নহে। যদি ভোজন পান বিষয়ে দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকে, তাহা হইলে আর লোভের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু কেবল দৃঢ়রূপে নিয়মের নির্দ্দিষ্টতা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব নিয়মের সঙ্গে২ গুরুজন; হইতে নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড প্রাপ্তির বিধানও আবশ্যক। কিন্তু যাহাতে রাজনিয়ম-বিরুদ্ধ কোন দণ্ডবিধান না হয়, সে বিষয়ে সতর্কতাবলম্বন কর্ত্তব্য।

মোহ——অস্মদাদির অদর্শনে ও অন্য দর্শনে আত্মাতে যে শীতগুণ বিকার ও তেজগুণ বিকারের উৎপত্তি হয়, সেই কলুষত্বই মোহ। মোহাচ্ছন্ন পুরুষ কোন বিষয়ে যথাদর্শন করিতে পারে না। • কারণ তাহার দর্শনশক্তি ক্ষীণ। এই জড়ময় দৃশ্যমান জগৎ বাস্তবিক যে রূপে

উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহা দেখিতে পারে না। কিন্তু কোন২ মহাপুরুষ তাহা দেখিয়াও বিশেষ২ অভিপ্রায় বশতঃ তাহার অন্যথাত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ও তৎ পরে অনেকে তাঁহাদের অনুগামিত্বের শ্রদ্ধায় যথাদর্শনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া আসিতেছেন হইতে পারে। আত্মা অনাদিকাল বর্ত্তমান, মোহ হেতু তিনি সৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। এই জড় বস্তুরাশি যে প্রথম চৈতন্যময় ছিল, মোহের সম্মুখে তাহার ঘুণাক্ষরও প্রকাশিত হয় না। আবার মোহবশতঃ অনেকে অনেক জড় বস্তুকে সচেতন দর্শন করে। চৈতন্যময় পরমাত্মগণের সংখ্যা অনির্ণেয়। অথচ, অনেকে মোহবশতঃ বিশ্ব নির্দেব মনে করে। ও দেবানুরাগী মহাত্মাদিগের প্রতি তাহাদের উপহাস হয়। নিয়ত প্রত্যক্ষ নিসর্গ কারণে যে সকল কার্য্য হয়, অনেকে মোহবশতঃ তাহা কালকৃত বিবেচনা করে। যাহা নিয়ত প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান ও প্রকৃত কার্য্যের জ্ঞান হয় না, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের কেবল যে

মোক্ষাবস্থার উপযোগিতা লাভের নিমিত্তে জীবন ধারণ কর্ত্তব্য, আমাদের অনেকে মোহবশতঃ তাহার সত্তায় বিশ্বাস করে না। তাহাদের নিকট আমাদের সংসারাবস্থা হইতে অন্য সুখকর অবস্থা নাই। অতএব, যাহাতে অধোগতির সম্ভাবনা তাহারা সর্ব্বদা সেইরূপ কার্য্য করে। লোকে যে পুষ্পাদির সৌন্দর্য্যাদিতে আনন্দ অনুভব করে, তাহা কেবল মোহমূলক। অন্যথা, পুষ্পাদিতে আনন্দের হেতু কিছুই নাই। প্রত্যুত তাহা প্রগাঢ় শোকের কারণ। যদি চিন্তা করা যায়, এই পুষ্পাদি এক সময়ে চৈতন্যময় পরমাত্মা ছিল, পরে কার্য্যদোষে এইরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে সাধুহৃদয় অবশ্য শোকাকুল হয় ও সাধু ব্যক্তি পুষ্পাদির সৌন্দর্য্যাদিকে অবশ্য অধম বিষয় বলিয়া জানেন। সাধু কবিগণ আর কখন কাহার রূপের বর্ণনায় লেখনী ধারণ করেন না। জগতে আত্মার অতি শোচনীয় গতি দৃষ্ট হয়। পুরীষরাশির অন্তর্গত কীটপুঞ্জও এক সময়ে পরমাত্মস্বরূপ ছিল; এখন তাহার এই দশা হইয়াছে।

কেবল ইহাতেই যে তাহার দশার শোচনীয়তা প্রকাশিত হইল, তাহা নহে। পূর্ব্বকৃত কুকার্য্যের ফলভোগ হেতুক কোন শাসিতৃ পরব্রহ্মকর্তৃক সময়েং এইরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে যে, আমি পূর্ব্ব কুকর্ম্ম হেতুক এইরূপ নরক ভোগ করিতেছি। কিন্তু আমরা মোহবশতঃ ইহা না জানিয়া কুকার্য্য করিতে ভীত হই না। আমরা ইহকালের পরিমিত দুঃখ নিবারণের নিমিত্তে নিয়ত যত্ন করিয়া থাকি, কিন্তু মোহবশতঃ মৃত্যুর পরে সম্ভাব্য সুদীর্ঘতর শোচনীয় অবস্থার নিরাকরণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। আমরা মোহবশতঃ এই পরিমিত জীবনের পোষক বস্তুরাশিকে আদিমস্বরূপ লাভের উপায় বিদ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। যাঁহারা বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন, মোহবশতঃ তাঁহাদেরও অনেকের গতি বিচিত্র। তাঁহাদের বিবেচনায় কেবল স্ত্রীলোকাদির বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি, স্থানাদি পরিষ্কার ও ঐক্য প্রভৃতি সংসারের উন্নতি। কিন্তু যে হেতুতে বিদ্যাদির প্রয়োজন, সেই মুল কার্য্যের গবেষণায়

তাঁহাদের চেষ্টা লক্ষিত হয় না। এই হেতুতে এখনকার দেশহিতসম্পাদক প্রায় সভাসকল মুমুক্ষুদিগের হৃদয়সন্তাপকর। মোহবশতঃ আমাদের অন্য একবিধ দশা ঘটিয়াছে। যুক্তিদ্বারা আমাদের পূর্ব্ব বর্ত্তমানতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মোহবশতঃ আমাদের পূর্ব্ব প্রতীত কিছুই মনে হয় না। সেই হেতুতে আমরা পরম সুহৃদকে অরাতিবৎ সন্তপ্ত করিতেছি, ও অরাতিকেও সুহৃদের ন্যায় অর্চ্চনা করিতেছি। পূর্ব্ব দৃষ্ট শুভ কার্য্যান্বয় পরিত্যাগ করিয়া আপাততঃ ফলকরত্ব হেতুতে অশুভ কার্য্যান্বয়ের অবলম্বী হইতেছি। আমাদের সকল কার্য্যেই নূতন মনোযোগ করিয়া কৌশল শিক্ষা করিতে হইতেছে। সনাথ হইয়া অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছি, অথবা অনাথ হইয়া সনাথের ন্যায় নির্ভয় চিত্তে রহিতেছি। যে কার্য্যের হেতুতে আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, পুনর্ব্বার সেইরূপ কার্য্য অবলম্বন করিতেছি; তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্ন করিতেছি না। পূর্ব্বাবস্থায় বিশ্বাস হইতেছে না। এবং পরিচিত স্থান

ও জন অপরিচিতের ন্যায় অবলোকন করি-
তেছি। যাহাহউক, মোহহেতু আমাদের যে স-
কল অপচয়ের কথা লিখিত হইল, যদি আমরা
যত্ন করিয়া মোহের নিবারণ করিতে পারি,
তাহা হইলে সে সকল অপচয়ের অবশ্য অভাব
হয়। মোহের স্বরূপ যেরূপ লিখিত হইয়াছে,
তাহাতে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে,
আমরা যত্ন করিয়া যত অদর্শন ও অন্য দর্শন
হইতে বিরত হইয়া প্রগাঢ় আত্মদর্শনাবস্থান ক-
রিব, ততই আমাদের আত্মার বিকারের লোপ
হইবে। অতএব, আমাদের নিতান্ত আবশ্যক
কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য সম্পর্ক হইতে
বিরত থাকা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এখন আ-
মাদের ঐ সকল অনাবশ্যক কার্য্যের হেতুতে
অন্য দর্শনের যে প্রগাঢ়তা হইতেছে, তখন
তাহা হইবে না। পরন্তু নিদ্রাবস্থার লাঘব দ্বারা
ও জ্ঞানাবলম্বনে অদর্শনকর শোকাদির আক্রমণ
নিবারণ দ্বারা অদর্শনের কিঞ্চিৎ চিকিৎসা হইতে
পারে। আমাদের আত্মদর্শনাবস্থান করা অতি
কঠিন ব্যাপার। আমরা যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

আত্মদর্শনাবস্থান করিতে চেষ্টা পাই, তবে অ-দর্শন হয়; ও যদি চক্ষু মেলিয়া আত্মদর্শনাবস্থান করিতে যত্ন করি, তাহা হইলে অন্য দর্শন হয়। কিন্তু ইহ হইলেও ইহার যে কোন রূপে আত্মদর্শনাবস্থান করিলে অবশ্য কিছু উপকার হইতে পারে। কিন্তু প্রতি দিন নিয়মিত রূপে ইহা না করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ সহসা আত্মদর্শনাবস্থান করিতে না পারেন, তবে তাহার প্রথমতঃ আত্মমস্তকানুভব করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ক্রমে২ আত্মদর্শনাবস্থান হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের যতদূর আত্মদর্শনাবস্থান আবশ্যক, তাহার উপযোগী উপায় মাদৃশ লোকের দ্বরা আবিষ্কৃত হইবার নহে। সময়ে২ অনেকে আক্ষেপ করিতে পারেন যে, আমাদের আবিষ্কার হেতু কোন বিষয় নাই। কিন্তু বোধ হয় যদি তাঁহারা আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে তাঁহাদের আক্ষেপের নিবারণ হইতে পারে। যাহাহউক, পরমাত্মাদের দয়া ব্যতীত আমাদের মোহনাশ ও মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

মদ——কোন২ মনুষ্য স্ব স্ব স্রষ্টৃ পুরু-আত্ম-কর্ত্তৃক কোন২ অচিন্তনীয় কারণে অত্যন্ত আত্ম-প্রীতিমান্ হয়। ইহারা এই স্বাভাবিকী প্রীতিমত্তা হেতু আপনার আত্মাতে, শরীরে ও ক্রিয়ার অতিশয় প্রীতি করিয়া থাকে। বস্তুপ-হিত প্রীতি অন্বয়সন্নিকর্ষে তাহার ক্রিয়াব্যাপি-নীও স্বভাবত হয়। ইহারা অন্যের কোন বি-ষয় ভাল দেখে না। ইহাদের এই দর্শন অথবা মননমদ বলিয়া অভিহিত হয়।

অহঙ্কারীদিগের আত্মপ্রীতি হেতুক আত্ম-সমাধি হয়। কারণ যাহাতে প্রীতি হয়, তা-হাতে দর্শনমননাবস্থানও অবশ্য হয়। আত্মসমাধি-হেতুক আত্মা মহান্ হয়। কারণ আত্মার অদ-র্শন ও অন্য দর্শনে হ্রাস এবং আত্মদর্শনে অর্থাৎ আত্মসমাধিতে উন্নতি হয়। অতএব অহঙ্কারী আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন মহান্ লক্ষিত হয়। কিন্তু যে স্বভাবতঃ অহঙ্কারী না হইয়াও কেবল কাহা-রও মনঃপীড়া জন্মাইতে কাল্পনিক অহঙ্কার প্র-কাশ করে, সে তাদৃশ আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন মহান্ লক্ষিত হয় না।

আমাদের আত্মোৎকর্ষ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ও প্রিয়। কারণ, তদ্দ্বারা আমরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া মোক্ষোপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি, ও আমাদের হইতে কোন অপক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ইহা হইলেও অহঙ্কারীর আত্মোৎকর্ষ আমাদের প্রিয় নহে। কারণ তদ্দ্বারা অন্য অনেকের অনাত্মোৎকর্ষ ঘটে। এস্থলে বলা যাইতে পারে, অহঙ্কারীর আত্মোৎকর্ষ প্রিয় বলিয়া গণ্য করা হউক, কিন্তু যাহারা অহঙ্কারীর আচরণে খিন্ন হইয়া আপনাদের আত্মার অপকর্ষ জন্মায়, তাহারা অপকর্ম্ম করে। তাহারা যদি নীতিজ্ঞদিগের শাসনানুসারী হইয়া অহঙ্কারীর আচরণ সহ্য করে, তাহা হইলে আর তাহাদের আত্মার অপকর্ষ ঘটে না। কিন্তু অহঙ্কারী আপনার যে আত্মোৎকর্ষ হেতুতে মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা অথবা আত্মানুরাগ প্রেরিত হইয়া সত্য ব্যবহার দ্বারা অন্যকে খিন্ন করে, তাহার আত্মোৎকর্ষ প্রিয় ও তদিতর অপকর্ম্মা ইহা বিবেচনা-সিদ্ধ প্রতীয়মান হয় না। কারণ যে জ্ঞানপূর্ব্বক অপক্রিয়ার উৎপত্তি করে, সেই

সর্ব্বতোভাবে অভিযোগার্হ। কিন্তু এতদ্দারা যে অহঙ্কারীর প্রতিপক্ষকে সৎকর্ম্মা বলা হইতেছে, তাহা নহে। কিন্তু তাহার আত্মচিকিৎসাহেতুক অহঙ্কারী যে তাহার নিকট দায়ী, তাহারই সমর্থনা করা হইল। অহঙ্কারী যখন সত্য কহিয়া কাহার পীড়া জন্মায়, তখন সে পক্ষান্তরবৎ দায়ী নহে। তখন সে যে আত্মানুরাগ প্রেরিতত্ব দ্বারা সত্যকে দূষিত করে, কেবল তাহাই তাহার অপকর্ম্ম। যদ্যপি যাহারা যশোলিপ্সায় সত্য ব্যবহার করে, অহঙ্কারী এ স্থলে তাহাদিগহইতে অধিক অপকর্ম্ম করে না; তথাপি প্রিয়ভাষীর সত্যভাষণের ন্যায় সুফলের উৎপত্তি না হওয়াতে, প্রত্যুত তাহার বিপরীত ফলের উৎপত্তি হওয়াতে অহঙ্কারীর তাদৃশ সত্যভাষণও অবশ্য গর্হণীয়। শিক্ষকেরা প্রিয়ভাষায় ছাত্রদিগের যথার্থ দোষের প্রদর্শন করিলে তাহাতে বিশেষ ফলের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাঁহারা যদি উপযুক্ত রূঢ় ভাষায় উপযুক্ত তাড়নার সহিত তাহাদের দোষের প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে কাঙ্ক্ষিত ফলের উৎপত্তির সম্ভা-

ধনা। কিন্তু শিক্ষকোচিত শাসনভাব হেতুক অ-হঙ্কারীর রূঢ় সত্য ভাষণের দ্বারা তাহার প্র-ত্যাশা করা যায় না।

যাহারা স্বভাবতঃ সহিষ্ণুত্বে ও বুদ্ধি লাঘব হে-তুতে বা পরবাক্য শ্রদ্ধাহেতুত্বে অহঙ্কারীর বা-ক্যে খিন্ন না হইয়া তাহা উপদেশের ন্যায় গ্রহণ করে, সম্ভব তাহাদের হইতে অহঙ্কারীর অহঙ্কার দ্বারা অন্যরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়। তাহারা অ-হঙ্কারীর কথায় সদ্বিষয়ে বিরত হইয়া অসদ্বিষয় অবলম্বন করে। বিশ্লিষ্ট অক্ষর লিখনে বিরত হইয়া সংশ্লিষ্ট অক্ষর লিখনে যত্নপরায়ণ হয়। বিশ্বস্ত ক্ষমতায় অবিশ্বস্ত হইয়া তাহার উন্নতি সাধনে যত্ন করে না। প্রচুর অর্থ থাকিতে আ-পনাকে দীন বিবেচনা করিয়া অপনার ও প-রিবারের উপযুক্ত পালনে বিরত হইতে পারে। এবং দানাদি সৎ কার্য্যে উপেক্ষা করিতে পারে। সদ্বংশজাত ও উপযুক্ত গুণবান হইয়াও সত্যোচিত মুল্যবান্ পরিচ্ছেদের ব্যবহারবিমুখ হইয়া মানবিষয়ে অনাদরণীয় হয়। বিদ্বন্মণ্ডলী সঙ্কুল-সমিতি গমনে ক্ষান্ত হইয়া ন্যায়োপদেশ নিশমনে

বঞ্চিত হইতে পারে। কুলীন ও সুবিদ্বান হইয়াও আসনাদি বিষয়ে প্রাকৃত জনের ন্যায় লঘুতা অবলম্বন করিতে পারে। শব্দ ও বাক্যের সাধু উচ্চারণে সমর্থ হইয়াও শক্তির অবিশ্বাসে কথনকালে বাক্য জড় হয়। ও এই হেতুতে অনেক আবশ্যক কথনে বিরক্ত হইয়া তদুৎপন্ন অপকার ভোগ করে। ভবিষ্যতে মানসিক সমুন্নতিকারক এক জন সুকবি হইতে পারিয়াও পৃথগ্জনের ন্যায় নিরর্থক গুপ্ত জীবন ধারণ করে। যাহার মহার্থ প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া অন্যে পণ্ডিত হইত, তাহার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত নাই। তাহার মহাশক্তির আরম্ভেই সে তাহার উন্নতি সাধনে বিমুখ হইয়া ইতরের ন্যায় যাপন করিয়া পরাস্থ হইয়াছে। আমরা অদ্য যে বিষয়ের মহান্দোলন করিয়াও তাহার অন্তঃপ্রবেশ করিতে পারিতেছি না। অথচ যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য, পৃথিবীতে এমন এক জন ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত হইয়া আছে যে, সে যদি সে বিষয়ে যত্ন করিত, তবে এক্ষণে এ বিষয়ের কিছুমাত্র আন্দোলনীয়ত্ব থাকিত না। যে তত্ত্ব

করিলে সুবক্তা হইতে পারে, সে তাহা হই-
তেছে না। ও যে যত্ন করিলে বিদ্বান হইতে
পারে, সে মূর্খ হইয়া থাকিতেছে। কিন্তু আ-
পাততঃ সংশয় হয় যে, ঈদৃশদিগের তাদৃশ বুদ্ধি
লাঘব অথবা অহঙ্কারীর অযথা বাক্যে বিশ্বাস
সম্ভাবিত নহে। কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

অহঙ্কারীর যে আত্মোৎকর্ষের কথা লিখিত
হইয়াছে, তাহার এমনি প্রভাব যে, সেই হে-
তুতে অহঙ্কারীর অধ্যাপকতাই বিদ্বদ্ব্যক্তিও আ-
পনাকে অহঙ্কারী হইতে অধম বিবেচনা করিয়া
থাকেন। ও এইরূপ বিবেচনায় তিনি উত্তরো-
ত্তর বাস্তবিক অধমত্ব লাভ করেন। কারণ কোন
বস্তুতে যেরূপ দর্শনাবস্থান হয়, তাহা তদ্রূপ
ভাবাপন্ন হয়। যখন বিদ্বানের এইরূপ দশা ঘটে,
তখন তদিতরের কিরূপ দশা ঘটিয়া থাকে,
তাহা আপনা হইতেই প্রতীয়মান হওয়ার বিষয়।
এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, অহঙ্কারী অধমত্ব
সৃষ্টির আশ্চর্য্য হেতু। ইহা এমনি আশ্চর্য্য যে,
ইহার ফলোৎপত্তি একরূপ নির্ব্যাঘাত লক্ষিত
হয়।

এক্ষণে সকলেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হ-ইতে পারে যে, যে অহঙ্কারী হইতে অসহ্য হৃদয় বেদনা জন্মে, সৎ কার্য্যে বিরতি ঘটে ও অধমত্বের উৎপত্তি হয়, তাহার সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে যত্ন করা উচিত। অথবা এ বিষয়ে ঔচিত্য প্রদর্শনের আবশ্যকতা করে না। অহঙ্কারী হইতে বিবিক্ততাবলম্বনে সকলে-রই স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু এ প্রবৃত্তিতে কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। কারণ মনুষ্য বি-শেষ হইতে এক কালে সকল মনুষ্যের দূরাব-স্থান ভবিষ্যদ্বিষয় নহে। তাহার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব অহঙ্কারীর শোধনে যত্নাবলম্বন আবশ্যক। এতদ্দারা স্বার্থের ন্যায় পরার্থ সা-ধনও নয়নগোচর হইতেছে। অহঙ্কার যেমন পরের অপকারী, তেমন অহঙ্কারীরও অপ-কারী। এই নিমিত্তই তাহা মানসিক রিপু-ষট্কের অন্তর্ভূত হইয়াছে। তাহার আশ্রয়া-নুবন্ধ ধর্ম্মবিচার দ্বারাও তাহার রিপুত্ব প্রমাণ দৃঢ় হয়।

মিথ্যা বিকৃত বিষয়। বিকৃত বিষয়ের দর্শন,

মনন ও ব্যবহার দ্বারা দর্শনশক্তি বিকৃত হয়। দর্শনশক্তি বিকৃত হইলে আত্মা বিকৃত হইয়া তাহার ধ্বংস হয়। অহঙ্কারীর অহঙ্কার বশতঃ এই মহাপকার হইয়া থাকে। কারণ, অহঙ্কারী অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়কেও অধমরূপে দর্শন করে। সে শ্রীমানকে লক্ষ্মীহীন, বিদ্যাচুঞ্চুকে নির্ব্বিদ্য, গুণিষ্ঠকে গুণশূন্য, ও বাগ্মীকে বাক্যজড় দর্শন করে। এইরূপে অহঙ্কারীর আত্মার যে ধ্বংস হয়, যদি তাহাতে তাহার অহঙ্কারের ক্ষয় হইত, তাহা হইলে আপাততঃ ইহা তাহার কল্যাণকর বিবেচনা করিয়া তাহার তাদৃশ মিথ্যা দর্শনে অনুমোদন করিতাম। কিন্তু যখন তাহার আত্মধ্বংস দ্বারা আত্মপ্রীতির ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন তদ্দ্বারা তাহার অহঙ্কারোপশমের সম্ভাবনা কোথায়? আত্মার ধ্বংস হইলে তাহার দর্শনানুভবের ধ্বংস হইয়া তাহার ধর্ম্ম সকলেরও ধ্বংস হয় সত্য বটে, কিন্তু যত দিন আত্মা সম্পূর্ণ ধ্বস্ত না হয়, তত দিন তাহার ধর্ম্ম সকলও সর্ব্বতোভাবে ধ্বস্ত হয় না। কারণ তত দিন তাহার দর্শনানুভবের অবশ্য কোন-

রূপ বর্ত্তমানতা থাকে। কিন্তু উক্ত রূপ আত্ম-নাশ দ্বারা অহঙ্কারের অনেক লাঘব হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মনাশ করিয়া অহঙ্কারের লাঘবে কর্ত্তব্যস্মারক হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাশ করিয়া তজ্জিগীষু-সম্মানকারীদিগের অগ্রদর্শনীয় হইতে হয়। আত্মনাশ দ্বারা অহঙ্কার উপশান্ত হইলে যাবদ্বার্ত্তসম্ভূতি সম্ভাবিত, অন্যোপায় দ্বারা অহঙ্কার নাশ করিয়া আত্মার কল্যতোৎপত্তি করিতে পারিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার হয়। অতএব অহঙ্কার দ্বারা মিথ্যা দর্শন হইয়া যে আত্মনাশ হয়, তাহা গ্রাহ্য নহে।

অহঙ্কারীর আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিহেতু পুত্ত্রাদির প্রতি উপযুক্ত প্রীতি হয় না। যদ্যপি সকলে-সমুদয় সন্তানকে তুল্যরূপ স্নেহ করে, কিন্তু অহঙ্কারীর আপনার ন্যায় পুত্ত্রাদির প্রতি সমান স্নেহবান্ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সকল সন্তানে সমান স্নেহ হওয়ারকারণএই, এক সন্তান ভাবে তাহারা পরস্পর অভিন্ন দৃষ্ট হয়। কিন্তু পিতা পুত্ত্র ভাবের দ্বৈতে অহঙ্কারীর আপনার ন্যায় পুত্ত্রাদিতে স্নেহ

হয় না। অতএব সে আপনার ন্যায় পুত্রাদির ভরণপোষণ করে না। এই কারণে অহঙ্কারীর পুত্রাদির আত্মা সর্ব্বদা অপ্রসন্নতা হেতু অধমত্ব পায়। কিন্তু অহঙ্কারীর আত্মপ্রীতির এমনি সত্ত্ব যে, সে তাহা দেখিয়া আর্দ্রচিত্ত হয় না। এই কারণে অহঙ্কারী অবশ্য নির্দ্দয় হয় সন্দেহ নাই।

অহঙ্কারীর নীতিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না। নীতিজ্ঞ উপদেশকদিগের সদুপদেশ তাহার নিকটে ব্যর্থ হয়। নীতিপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ সকল দ্বারাও তাহার নীতিজ্ঞানের উন্নতি হয় না; কারণ, সে যাহা শুনে, ও পুস্তকাদিতে যাহা অধ্যয়ন করে, তাহা সকলই অধম বিবেচনা করে। যেমন তাহা অধম বিবেচনা করে, তেমন তাহার বিরুদ্ধ ভাবের কল্পনা গ্রহণ করে। অতএব অহঙ্কারী নীতিবিরুদ্ধাচারী হয়। যে নীতিবিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার সুখ সম্মান কোথায়। পরন্তু অহঙ্কারী স্বয়ং অন্যের মত গ্রহণ করে না। কিন্তু আপনার মতের অন্য গৃহীতত্ব হেতু প্রবল আগ্রহবান্ হয়। অহঙ্কার বশতঃ

বৈষম্যের দর্শন হয় না। যাহাহউক, অহঙ্কারীর আগ্রহ যে ব্যর্থ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। অহঙ্কারী লোকের ঈদৃশ অপ্রিয় যে, তাহার সাধুমত কেহ গ্রহণ করে না। তাহাতে তাহার অসাধুমত কিরূপে গৃহীত হইতে পারে। এই অপ্রিয় আচরণ হেতুতে অহঙ্কারী ক্রোধস্বভাব হইয়া থাকে।

অহঙ্কারী নির্দ্ধন হইলে তাহার জীবিকার সংগ্রহ কঠিন হয়। সম্ভব সে প্রভুর প্রভুত্ব আপনার অধীনত্ব হইতে লঘু দেখে ও তদনুরূপ ব্যবহার করে। সকল বিষয়েই প্রভুকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা পায় ও নিজের প্রাধান্যে তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইতে ও তদর্থ তাঁহার চিত্ত খিন্ন রাখিতে তৎপর হয়। সে প্রভুর শয্যাদির ন্যায় উপভোগ্য বিষয়সমূহের সংগ্রহ করিতে না পারিলেও যাহা সংগ্রহ করে, তাহাই প্রকৃষ্টতম বিবেচনা করিয়া তদ্দারা প্রভুর চৈতন্যোৎপত্তির প্রত্যাশা করে। আর যদি সে বিষয়ে শক্ত হয়, তবে প্রভু হইতে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করে; উৎকৃষ্ট আহারীয় ভোজন

করে, ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। অজ্ঞাত লোকে তাহার ভোগ্যভোজ্য দেখিয়া তাহাকে সহসা প্রভু বলিয়া বিশ্বাস করে। এ স্থলে মহাকবি কালিদাসের একটী কবিতা স্মৃত হইতেছে। "প্রবেশ্য চৈনং পুরমগ্রযায়ী, নীচৈস্তথোপাচর দর্পিত শ্রীঃ। মেনে যথা তত্র জনঃ সমেতো, বৈদর্ভমাগন্তুমজং গৃহেশম্।" "অগ্রযায়ী বিদর্ভরাজ অজকে পুরে প্রবেশিত করিয়া নম্রতাসহ স্বীয় রাজচিহ্নাদি দ্বারা এরূপ সম্মানিত করিলেন যে, উপস্থিত লোকেরা বৈদর্ভকে আগন্তু ও অজকে গৃহেশ বলিয়া বিবেচনা করিল।" কিন্তু এ স্থলে এতদুক্তির প্রভেদ এই যে, অহঙ্কারী স্বয়ং আপনাকে প্রবেশিত করিয়া অল্প দিনের মধ্যে আপনাকে প্রভুচিহ্ন দ্বারা তাদৃশ সম্মানিত করে। প্রভুর সুহিত স্নিগ্ধেরা তাহার ভোগবিলাস অবলোকন করিয়া বিস্ময়জড় হন। কিন্তু তাহার আত্মার প্রভাবে কোন সাধু প্রতিবিধান করিতে পারেন না। কেবল মনঃক্ষোভ ভোগ দ্বারা অহঙ্কারীর তৃপ্তি জন্মান। কিন্তু অহঙ্কারীর আত্মপ্রভাবে প্রভুর শক্তির

বলবত্ত্ববোধ চিরদিন প্রতিচ্ছন্ন থাকে না। তা-হার আচরণের অসহ্যতা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া এক দিন তাহা অবশ্য প্রকাশ করে। তখন প্রভু অবশ্য তাহাকে পদচ্যুত করেন কিন্তু যাহারা প্রভু হইতে বংশে শ্রেষ্ঠ, প্রভুর সহিত যদি তাঁহাদের বিক্রীতত্ত্ব সম্বন্ধ না থাকে, তাহাহইলে তাঁহারা প্রভু হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ। কেবল বংশসম্পর্কে শ্রেষ্ঠ নহেন। যুক্তি দ্বারা তাঁহাদের আত্মার স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের স্রষ্টা কখন উত্তম বংশে অধম আত্মার সৃষ্টি করেন নাই, ইহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিতে হইবে। তাঁহারা যদি শক্তিমত্তাহেতু প্রভুযোগ্য ভোগ্যাদির ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারা গর্হণীয় নহেন। যাঁহার শক্তি নাই, তিনিও স্বাভাবিক সম্মান রক্ষার্থ তদ্রূপ আ-চরণ করিলে মাত্রাতীত ব্যক্তির নিকট অবাচ্য। প্রভুর বেতনভোগত্ব, ইহাঁদের স্বাভাবিক সম্মা-নের অতিক্রামক নহে। প্রভু ইহাঁদিগকে বেতন প্রদান করেন, ও ইহাঁরা তাহার বিনিময়ে প্রভুর কার্য্য করেন। সুতরাং ইহাঁদের প্রভুর নিকটে

কোন দায়িত্ব থাকিতেছে না যে, সেই হেতুতে ইহাঁরা প্রভু হইতে হীন বিবেচিত হইবেন। বরং ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রভুই ইহাঁদিগের হইতে হীন। প্রভুর ইহাঁদের সহিত অর্থ প্রদান ব্যবসায় সম্বন্ধ, ইহাদের প্রভুর সহিত লেখন পঠনাদি ব্যবসায় সম্বন্ধ। অন্য ব্যবসায় হইতে বিদ্যা-সম্পর্কিত ব্যবসায় উৎকৃষ্টতর সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রভুরও যদি বিদ্যাব্যবসায় থাকে, তবে তিনি ব্যবসায়হেতু ইহাঁদের হইতে হীন নহেন। পরন্তু প্রভু যেমন ইহাঁদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন, ইহাঁরাও তেমন প্রভুর কার্য্য-সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারেন। প্রভু যেমন ইহাঁদিগকে কার্য্যার্থ প্রণোদন করিতে পারেন, ইহাঁরাও তেমন বেতন দানার্থ ও অন্য নানা কার্য্যার্থ প্রণোদন করিতে পারেন। প্রভু যেমন আপনার কার্য্যার্থ ইহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, ইহারাও তেমন আপনার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রভুকে বেতন প্রদানার্থ নিযুক্ত করেন। অতএব, এবিষয়ে প্রভুকে মান্য বলিয়া যে সংস্কার আছে, তাহা অস্থায়ী।

যাহা হউক, অহঙ্কারী অন্য ব্যবসায়ী হই-লেও তাহার তদ্দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ কঠিন। ব্যবসায় হেতুক তাহার যাহাদের সহিত সম্পর্ক ঘটে, সে অহঙ্কারবশতঃ তাহাদের কোনরূপ মান দেখিতে না পারিয়া নানারূপে তাহাদের অপ-মান করে। অতএব তাহারাও তাহার সহিত ব্যবসায়সম্পর্ক পরিত্যাগ করে।

কিন্তু অহঙ্কারী বক্তৃতা করিতে চেষ্টা ক-রিলে একজন সবক্তা বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারে। সে যাহা বলে, তাহাই তাহার নিকটে উত্তম বোধ হয়। তাহার মুখ হইতে নির্গত 'আমি' শব্দ মহার্থগর্ভ বাক্যের ন্যায় তাহার চিত্তাকর্ষণ করে। অতএব তাহার পূর্ব্ব কথিত বিষয় পর কথনে মহোৎসাহ প্রদায়ক হয়। এরূপ] আন্তরিক স্ফূর্ত্তি হইলে বক্তা অবলীলা-ক্রমে দীর্ঘকাল অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। অহঙ্কারীর মুখ হইতে উদারার্থ প্রকাশের সম্ভা-বনা নাই। কারণ 'আমি' শব্দে যাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সে কখন উদারার্থের আহরণে ম-নের অভিনিবেশ করে না। কিন্তু ইহা হইলেও

তাঁহার যশের অপ্রাপ্ত হয় না। কারণ ইদানীন্তন শ্রোতৃগণের উদারার্থ প্রিয় নহে। বক্তৃতার অনর্গলত্ব ও দীর্ঘকালব্যাপিত্ব প্রিয়। কিন্তু অহঙ্কারীর এই উপকারটুকুর হেতুতে তাহার ও অন্যের তাবৎ অপকারে উপেক্ষা অস্বীকার্য্য। অতএব অহঙ্কারী চিকিৎসনীয় বটে। আমি এই চিকিৎসার এক নিয়ম প্রদর্শন করিতেছি। সাধ্যানুসারে অহঙ্কারীর আবশ্যক উপকার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে তাহার উপকারীর প্রতি প্রীতি হইয়া তাহার বাস্তব গুণোৎকর্ষে যথার্থ দৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপে যথার্থ দৃষ্টির উন্মেষ হইয়া তাহার অহঙ্কারের লাঘব হওয়ার অবশ্য সম্ভাবনা। কিন্তু অহঙ্কারীর সম্মান করিয়া নম্রতাসহ উপকার না করিলে যত্নসিদ্ধি অসম্ভাবিত!

মাৎসর্য্য।—পররূপ-গুণসম্পদ্ধেতু অক্ষান্তি, মাৎসর্য্য। কতিপয় বিভিন্নবীজে ইহার উৎপত্তি হয়। তদেক যথা, যাহার আত্মপ্রীতি নিসর্গতঃ বলীয়সী, যদি তাহার দর্শনশক্তি উদ্গাঢ় নিশাত হয়, তবে সে পরকীয়কান্তিপ্রভৃতি অবশ্য যথাবক্ররূপে দর্শন করে। পরকৃত উপকৃতি দ্বারা

পরপ্রিয়তা-সজনুত্ব ব্যতীত তাহা তৎকর্ত্তৃক নি-
যোঢ় হয় না। অতএব, সে মৎসরী হয়।
এ অজাত-গর্ব্বিত মৎসরী বলিয়া অভিধেয় হইতে
পারে। অপরতঃ স্বপাত্রত্বানুরূপ অর্থাদিলাভ-
বিরহ ও অন্যদীয় যোগ্যতাবিরহে ভূর্য্যর্থলাভ-
সদ্ভাব, মাৎসর্য্য প্রসূতি। এই মাৎসর্য্যোপহ-
তাত্মা, অসংলক্ষিতহেত্বন্বয়মৎসরী বলিয়া সাভি-
ধেয় হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যাহার প্রতি
ক্রোধ হয়, অজর্য্য-দণ্ড-প্রয়োগ-শক্ত্যভাবে অম-
র্ষোপশান্তি না হইয়া তাহার উদয়াদিতে মাৎ-
সর্য্য হয়। ইহার প্রতি অমর্ষমৎসরী, এই অ-
ভিধান প্রযুক্ত হইতে পারে। তূরীয়তঃ, বয়ো-
জ্ঞাতিবরাকের গুণসম্পত্তি মাৎসর্য্য বীজ। ইহার
প্রতি কনিষ্ঠোদয় মৎসরী, এই অভিধান প্রযুক্ত
হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার মৎসরী হইতেই
উচ্চাবচ পাপক্রিয়ার সমুৎপত্তি হয়। যথা জু-
গুপ্সাহ নৃতোপজাপাদি। পক্ষান্তরের সমনস্ক
প্রিয়াচরণ দ্বারা মাৎসর্য্যের শান্তি হইতে পারে।

হিংসা।—পুনঃ২ প্রাণিহত্যা দ্বারা তাহাতে
নির্ভর প্রমোদানুভব ও মনোরথের উৎপত্তি হয়।

এই প্রমোদানুভব-সনাথ মনোরথের অভিধান হিংসা। যদি হিংসায় স্বার্থদৃষ্টির যোগোৎপত্তি হয়, তবে হিংসার তিরোহিতি ও স্বার্থপ্রবৃত্তির সজ্ঞনুত্ব হয়। অতএব কোন প্রকৃষ্ট সাধন দ্বারা কোন প্রত্ন প্রবৃত্তির সহিত এই নূত্ন প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহার তিরোহিতি করা যাইতে পারে।

দ্বেষ।—পরাপকারার্থ বদ্ধমূল দৃষ্টির আহ্বয় দ্বেষ। স্বার্থাদি উচ্চাবচ নিদান হইতে ইহার উদ্ভব হয়। দ্বেষ্টা হইতে তীব্রসতর্কতা-সনাথ অজস্র আত্মরক্ষা করা হইলে তাহার দ্বেষ বি-ষয়াভাব নিবন্ধন উত্তরোত্তর বিশীর্ণ হয়।

অসূয়া।—কাহার গুণে দোষারোপ-প্রবৃত্তির আহ্বয় অসূয়া। মদমাৎসর্য্য দ্বেষাদি হইতে ইহার জনন হয়। ও মদাদির বিশার্ণিতে ইহা-রও বিশীর্ণি হয়।

কপটতা।—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একবিধ আকূতের ব্যবহার অন্যবিধ আকূতে প্রযুক্ত করা ইহার পারিভাষা। ইহার দ্বারা মিথ্যা-দৃষ্টির সৃষ্টি প্রভৃতি উচ্চাবচ অপচয় হয়।

একবিধ কপটী যদি বিবেচনা করে, তবে তাঁ-
হার অবশ্য এই প্রমা হয় যে, সে যদি সরল
ব্যবহার করে, তবে তাহার আকূত সিদ্ধির
অতিবেলতর নিষ্পাদ্যতা হয়। অতএব আর তা-
হার এই লোকগর্হিত পঙ্কব্যবহার মতি হয় না।
যে কিতব তুচ্ছ পরিবাদ ভয়ে কৈতবাচরণ করে,
তজ্জ্ঞদিগের অনুতাপসহ তাদৃক্ষ নিন্দার্হ স্বব্য-
বহৃতির ব্যহারব্যক্তত্ব দ্বারা তদ্ব্যক্তি ভাবের তু-
চ্ছতা সম্পাদনে তাহার কৈতব ব্যবহার নিবৃত্তি
ও নিবারয়িতৃগণের বিশদ চিত্তাভোগ হইতে
পারে। অন্যবিধ কপটাচারীদিগের উপাধি যদি
দৈবগত্যা ব্যক্ত হয়, তবে এক অভিযোগ তা-
হার প্রতিকার-করণ।

শঠতা।—প্রিয়াচরণ দর্শয়িতার গূঢ় বিপ্রি-
য়াচরণ শঠতা। কৃত বিপ্রিয়াচরণ অবশ্য বিদিত
হয়। অতএব তদর্থে ব্যবহারোপস্থাপন করিয়া
তাহা প্রতিকরণীয়।

স্বার্থপরতা।—কেবল স্বপ্রয়োজন সাধন সু-
খানুভব ও তদীহা স্বার্থপরতা নামধেয়। যে ম-
নুষ্য শাসনহেতু পরসঙ্গনির্লিপ্ত থাকিয়া অজস্র

স্বকীয় বেশ্মাবস্থান পূর্ব্বক দিষ্টাতিপাত করে, সে নিয়ত স্বার্থদর্শননিদানে স্বার্থপর হয়। যদি ইহার স্বার্থজ্ঞান বিশদ না হয়, তবে ইহার দ্বারা পরাপকৃতির ভুরিণী সম্ভাবনা।

আসঙ্গলিপ্সা।—নৃনিচয়ের যাহা সন্তত নিযোঢ় হয়, তাহাতে আনন্দথুর অনুভব হইয়া লিপ্সা হয়। মনুষ্য জন্মিয়া সতত স্বজন সঙ্গ সহিষ্ণু হয়। অতএব তাহার স্বজনের সঙ্গে সুখানুভব হইয়া সাধারণতঃ তাহাতে লিপ্সা হয়। অধম সংসর্গ দ্বারা উচ্চাবচ স্বভাব-কলুষিতা বিজাত হয়। বিশেষ শাসন পারুষ্য প্রয়োগ দ্বারা তাহার বিঘাত হইতে পারে।

কাম।—ইহা মৈথুন সুখানুভূতি। স্ত্রীসংসৃষ্টি, ও কুৎসিত পুস্তক পাঠাদি নিদানে ইহার উদয় হয়। স্বকীয়ায় অত্যাধিক সংসৃষ্টি দ্বারা পরাপচয়ের উদ্গতি হইতে পারে। অননিষ্টকর বিশেষ বিধান-কৌশল ব্যবস্থাপন দ্বারা এতদনীহিত নিদান ব্যাঘাতাবধি হয়।

প্রণয়।—ইহা অন্যের মঞ্জুরূপ গুণ ভাবণাদিতে তৎ প্রতি সুখানুভূতি। স্রষ্টৃগণ লোক-

মর্য্যাদা রক্ষার্থ সর্ব্ব প্রিয়তা নিষ্পাদনাভিপ্রায়ে ভিন্ন২ মনুষ্যকে ভিন্ন২ রূপাদিতে প্রণয়ী করিয়া থাকেন। অনেকের বিশেষ রূপাদির আকর্ণন দ্বারা তদাধারে প্রণয় হয়। পুরুষপ্রণয় দ্বারাও দম্পত্তিবিরাগের উদ্ভব হইয়া উদবসিতশান্তির তিরোধান হইতে পারে। সর্ব্ববিধ প্রণয়দ্বারা তাহার আতিশয্য-নিবন্ধন পরোন্মুখতা-নিদানে আত্মার তেজগুণের জাতি হইয়া চৈতন্যের ধ্বংস হয়। স্বকীয়েতর প্রণয়ানুগত-ব্যবহার বিরতি ও সর্ব্বত্র সাধারণ নয় বিজ্ঞানের ব্যবহৃতি দ্বারা প্রণয়সুব্যস্থা সম্ভাবিত।

স্নেহ।—ইহা আত্মীয়তা ও কোমলতায় কাহার প্রতি সুখানুভব। পরার্ভক স্নেহ দ্বারা স্বাত্মজাদির ঈর্ষা আশঙ্ক্য। জনকাদির পরার্ভকদিগের প্রতি বিশেষ স্নেহপ্রণোদন ব্যবহৃতি নিরস্বয় দ্বারা তাহা চিকিৎসিতব্য।

ভক্তি।—ইহা সেবাপ্রবৃত্তি। অমরসন্দোহের ও জনকাদির কৃতোপাকৃতি ও মাহাত্ম্যে ইহার জনন হয়। এতদ্দারা সেবিতেরপ্রকৃতি ও মাহাত্ম্যে অনুরাগোপচয় হইয়া থাকে।

উন্মাদ।—ইহা একবিধ বিষয়ে অন্যবিধ বিষয়জ্ঞানরূপ চিত্তবিভ্রম। অল্প উন্মাদ ভ্রমাভিধানে ব্যবহৃত হয়। লেখনপঠনাদি বিষয়ে যদি বিশিষ্টাবধানে দৃষ্টিমননের প্রয়োগ না করা হয়, তবে লিখ্যমান পঠ্যমানাদিতে ভ্রমদর্শন হইয়া উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হয়, তাহাতে কাহার বীতিহোত্রে জলজ্ঞান ও সলিলে বৈশ্বানরজ্ঞান হওয়া বিচিত্র নহে।

বীভৎসা।—ইহা বিষয়ের অপকর্ষহেতু তাহাতে অপ্রবৃত্তি বা বিশেষ অসহ্যতাসহ অগ্রাহি-দর্শন। জন্মাবধি লোক ব্যবহার দ্বারা নানাবিষয়ে অপকর্ষ্যজ্ঞান হইয়া বীভৎসার উদয় হয়। অপকর্ষ-সংবিত্তি অসম্যক না হইলে বীভৎসা দুঃখায়মানা হয় না।

নির্ব্বেদ—আত্মাবজ্ঞা বিপত্তি কুৎসাদিজ্ঞান ইহার উদ্ভবিপ্রত্যয়। ইহা আত্ম-বীভৎসা বলিয়াও উক্ত হইতে পারে। আত্ম-বীভৎসার প্রহ্বতা ভাবয়িত্রীকত্বহেতু এতদ্দারা লোক সহনীয়ত্বাদি কল্যাণকর বিষয়-সর্গ হয়। পক্ষে আত্মায় জলগুণ মার্দ্দবোৎপত্তি হইয়া শৈত্যজাতি নিবন্ধন চৈত-

ন্যের বিকার অথবা তেজোগুণ-বিকৃতি চৈত-ন্যের শোধন হয়। অনেকেরই নির্ব্বেদ দ্বারা অনাত্মদর্শন হেতু শৈত্যজাতি হইয়া আত্মবিকার হয়। সতর্কতা সৎকৃত্যাদি দ্বারা নির্ব্বেদের ব্যাঘাতাববিকত্ব ঘটে।

আবেগ।—ইহা কার্য্যোভয়হেতু অতিসত্বরতা নিয়ামিকা দৃষ্টি। হিংস্রঘৃষ্টি বিদ্রবণাদিতে ইহার উৎপত্তি সংবিদা হয়। আবেগে প্রেক্ষা-ভ্রমি ঘটিয়া অনন্তুতিষ্ঠাসিত চেক্রীয়িত হয়। ও ধীরতাসহ ঔপয়িকান্বেষণে ব্যসনোৎপত্তি হয়। আবেগ বীজের অনাত্ম সংস্থষ্টির প্রতি সাবহিতত্ব দ্বারা তদ্ব্যাঘাত সম্ভাব্য।

দুঃখ।—বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ও দর্শ-নের অসহ্যানুভব। যে বিষয়ের ও দর্শনের সহনাভ্যাসে না হয়, তাহাতে অসহ্যতানুভব হয়। এই অসহ্যতানুভব, দ্বেধা; শীতাশ্রিত ও তে-জঃসংশ্রিত। শীতভয়াদির অসহ্যতানুভব সু-ষীমত্বাশ্রিত; ও তাপক্রোধাদি তীক্ষ্ণবিষয়ের অসহ্যতানুভব তেজঃসংশ্রিত। ইহার কারণ এই, শীতের সুষীমত্বে তাহার অসহ্যতানুভব

সুষীম ও তাপের তিগ্মতায় তাহার অসহ্যতা-নুভব তিগ্ম হয়। এবং ভয়শোকাদির হেতু হইতে অদর্শন ও ক্রোধমাৎসর্য্যাদি হইতে তী-ক্ষ্ণদর্শন হইয়া সুষীমত্ব ও তিগ্মতার উদ্ভব হয়। শীতের সুষীমত্বে তীক্ষ্ণানুভব প্রয়োগে ও তা-পের তির্গ্মতায় অদর্শন প্রয়োগে পর্য্যায়ে তা-পশিশিরতার সঞ্চার হয়। ইহাতে শীতানুভব করিতে২ উষ্ণতা সংবিত্তি ও তাপের তি-গ্মতানুভব করিতে২ হঠাৎ শীতস্পর্শানুভূতি হয়। তাপে শরীরে কোমলত্ব ও দ্রবত্ব জন্মি-য়াও শীতানুভব হয়। উভয়থাদুঃখেই চৈতন্য বি-কার হয়। উৎপন্নদুঃখের প্রগাঢ়সহ্যতা করণদ্বারা তদ্ধেতুক অপাকৃতির উদিত্যা হইতে পারে না।

সুখ।—ইহা সুস্পর্শাদি ভিন্ন২ বিষয়ের ও দর্শ-নের সহ্যতার অনুভব। পুনঃ২ সহ্যত্বকরণদ্বারা বিষয়াদির সহ্যত্ব হয়। হেতুর সহ্যত্ব হেতুক অনু-ভবনের তদুন্মুখীনতানিবন্ধন সর্ব্বথা শর্ম্মই প্রি-য়স্পর্শ তেজসংশ্রিত। সুখ ভিন্ন২ স্থলে উৎ-সাহপ্রণয়াদি ভিন্ন২ অভিধায় নিগদিত হইয়া থাকে। অতিশর্ম্মের দ্বারা চৈতন্য-বিকরণ হয়।

অনাবশ্যক সুখের পরিহৃতি দ্বারা তাহা নিবি- বারয়িষিতব্য। কৈবল্যসংবিদা সমুপার্জ্জনার্থ পিষ্টপঃস্থিতি করিতে যে সুখ অপরিজিহীর্ষ্য, তদিতর শর্ম্ম অনাবশ্যক।

নিদ্রা।—ইহা একবিধ অদর্শন। সবয়স্কদিগের সংবেশ দ্বারা বিদিত হয়, ইহা নিয়মিত; ও অভ্যাস ইহার নিয়ামক। কিন্তু অর্ভকাদির সুপ্তিদ্বারা ইহার প্রতীপ-সংবৃত্তি হয়। তাহাদিগের স্বাপদ্বারা বিদিত হয়, যখন২ প্রাণের তনুত্ব হয়, তখন২ শয়ন-সমুদয় হয়। বস্তুতস্তু সুপ্তির প্রথমে ইত্থম্প্রকারেই সমুদয় হয়। পরে অভ্যাস দ্বারা তাহার নিয়মন হইয়া থাকে। যাহারা অভ্যাসাতিক্রান্তি করে, তাহাদের অর্ভকের ন্যায় যদাতদা সংবেশ হয়। স্থিরাভ্যাস মানবদিগের ও বপুর শীতোষ্ণতার তানব-তীব্রত্বে অসময়ে তন্দ্রী সমুৎপত্তি হয়। স্বাপ প্রগাঢ়তায় সুষীমত্ব-জন্য হইয়া তদনুভবিদ্বারা চৈতন্য জন্য। নিদ্রায় পক্ষে যেমন শিশিরত্ব নিদানে আত্মনাশ হয়, তেমন তাহাতে অন্যদর্শনজাত তেজোগুণ বিক্রিয়া শোধিত হয়। বিশেষ চিন্তনীয় বিষয়াধ্যান

মনোহভিনিবেশ দ্বারা অতিনিদ্রা ও অনুচিন্ত প্রমীলা পরিজিহীর্ষণীয়া।

স্বপ্নদর্শন—দৈবতগণ বিশেষ২ আকূত প্রগুন্নতায় মনুজনিকরকে স্বপ্নদিষ্টে নানা বিষয়ের বিলোক্তি করান, ইহা অভিনিবেশ দ্বারা বিদিত হইতে পারে। মানব জাগরাকালে যাহা নির্ভর সমাধিদ্বারা বিলোকনা করে, যদি স্বপ্নে তাহারই সাক্ষাৎকার হইত, তবে যে বাসরে কোন বিষয়ে গাঢ়াভিনিবিষ্টি হইত, তদ্বাসর ক্ষণদাতেই স্বপ্নদর্শন হইত। কিন্তু তাহা যে হয় না, ইহা ভূরিপ্রপঞ্চ-পঞ্চজন-সঞ্চয়-কর্ত্তৃক স্মৃত হইতে পারে, কিঞ্চ, জাগরাদিষ্টের দৃষ্টবিষয়ই স্বপ্নে জ্ঞানসংস্পৃষ্ট হইলে স্বপ্নে কেবল তাহারই সন্দর্শন হইত। তাহা আনুপূর্ব্বা ব্যতিক্রান্তিতে সমীক্ষিত হইলেও স্বপ্ন-দৃষ্টের কোন অংশে জাগরাদৃষ্টেতর বিষয়-বিলোক্তি হইত না। স্বপ্নদর্শনদ্বারা সুপ্তিজাত সুষামত্ব-বিক্রিয়ার বহুব্যাহতি হয়।

যেরূপ মায়াবাদীরা বলেন, জগৎ অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত; ও যেরূপ সৌগতেরা বলেন, বুদ্ধি

অনাদি-ভেদ-বাসনা-হেতু জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও যেরূপ হিন্দুরা বলেন, বিষ্বক্‌সেনের নাভিসরসিজোদ্ভুত বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক জগন্মূর্ত্তি সৃষ্ট হইয়াছে; ও যেরূপ ব্রাহ্মগণ ও অন্য কেহ২ বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সেইরূপ কেহ বলিতে পারেন, আমাকর্ত্তৃক এই জগৎ ও ইহার ব্যাপার স্বপ্নে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব তিনি আপনাকে বস্তু ও অন্য সকল স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া অবস্তু বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু যখন স্বপ্নদর্শক স্ববেশ্ম মধ্যে শয়ান থাকিয়া আপনাকে অন্য নানা স্থানে দর্শন করেন, তখন তিনিও আপনাকে স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া বস্তু বিবেচনা করিতে পারেন না। যাহাহউক এই জগৎ যে মায়াকল্পিত ও স্বপ্নদৃষ্ট নহে একটী যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছি।

যদি এই জগৎ মায়ায় বা স্বপ্নে গোচর হইত, তবে আমাদের ব্যাপক দৃষ্টিমণ্ডলে কোন ব্যক্তির উপস্থিতিহেতু যে কল্পনা বা স্বপ্ন দর্শন হইত, তাহাতে পূর্ব্বদর্শন কল্পনায় বিকার জন্মিয়া

পূর্ব্বের দৃশ্যমান ও কল্প্যমান অবিশদ দেখাইত। আনুপূর্ব্বাশঃ বহুব্যক্তির তদ্রূপ উপস্থিতিতে আমাদের দর্শন ও কল্পনায় প্রায় ঐরাবতীর ন্যায় চাঞ্চল্য গোচর হইত। ব্রহ্মাসৃষ্ট্যাদির বিষয় প্রথম প্রবন্ধ দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে।

প্রগল্‌ভতা।— গুরুজনাদি সবিধেও স্বান্তের অভিমুখ্যে স্ফূর্ত্তি-বিস্ফূর্জিত প্রগল্‌ভতা। স্বান-ভিজ্ঞতাহেতু অথবা স্বাভিজ্ঞতা হেতুক কিম্বা পঞ্চজনকান্তত্বোচিত দৃশ্যমানতাহেতুক পরপ্রতি নিষ্পন্ন তৌচ্ছ-দৃষ্টি ইহার নিদান। প্রিয়প্রগল্-ভব্যবহার-পৃথগাত্মকাদিগের পর প্রগল্‌ভতা দ্বারা আনন্দথূৎপত্তি ও তদন্যব্যক্তি সমবায়ের তা-হাতে অমানস্যানুভবন হয়। এবঞ্চ প্রগল্‌ভের অভিমুখ্যে নির্ভরপ্রসক্তি প্রত্যয়তঃ সংখ্যানব-কাশ ঘটিয়া ভ্রান্তিপ্রমতি ঘটে। প্রগল্‌ভতা ব্য-বহারে অকর্ত্তব্যতাবোধোদিতি দ্বারা ইহার নি-রাকৃতি হইতে পারে।

ঔদার্য্য।— ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহার সাধুভাব সম-ন্বয়ের প্রশস্ততা ঔদার্য্য। স্রষ্টার অনুক্রোশে পৌরুষের প্রশস্ততা ও তদ্বীজতঃ পুরুষ-সদ্ভাব

সমূহের প্রশস্ততা সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা অমৃতবিত্তি-সঞ্চিতি ও বিষ্টপস্থস্থিতির অপ্রতিঘাত্য প্রত্যয়। অদর্শ নান্যদর্শনের প্রতিকরণ ও আত্মদর্শনের অভ্যাস দ্বারা পুরুষোন্নতি ও তন্মূলক তদীয় সদ্ভাববৃন্দ বিবর্দ্ধন হয়।

ধৈর্য্য।—অপ্রিয় বিষয়ের অসহ্যানুভবনে পর্য্যাকুল না হইয়া ধারণাবলে তাহার সহ্যতার আপাদন ধৈর্য্য। ক্বচিৎ কোন হেতুমূলক ধীরতা কালে যে ভব্যোদ্ভব হয়, তাহাতে ও অনুশাসনে ধৈর্য্যে কর্ত্তব্যতা সংবিত্তি, ধৈর্য্যের নিদান। ধৈর্য্যে আত্মপাত-নিরাকৃতি, সুবুদ্ধি, ও হতাশাবিরহ প্রভৃতি হয়। দেধীয়া দ্বারা ধৈর্য্যের সাধিষ্ঠতা হয়।

কুতূহল।—কোন দৃশ্যমানের দর্শনার্থ অথবা কোন শ্রূয়মাণের শ্রবণার্থ তাহাতে যে সহ্যানুভবন হয়, তদাখ্যা কুতূহল। দৃশ্যমান ও শ্রূয়মাণের বিশেষ সুখাপাদয়িতৃত্ব থাকিলে তাহা হইতে কুতূহলের সজন্মত্ব হয়। ইহা অন্য দর্শনের এক উদারবীজ, অতএব ইহা আত্মপতনকৃৎ। তথাভূত দৃষ্টিশ্রুতির বিরম্যাভ্যস্তি দ্বারা কুতূহল চিকিৎসা সাধনীয়।

উৎসাহ।—কোন কৃত্যার আরব্ধিতে সাধীয়ান সহ্যানুভব অথবা সুখানুভূতি উৎসাহ ব্রাহ্মী দ্বারা ভাষিত হয়। কৃত্যা যদি কথঞ্চিৎ অভিলষণ নির্ব্বাহভাক্, অথবা শাতানুবন্ধ হয়, তবে তাহা উৎসাহস্বট্ হইয়া থাকে। উৎসাহদ্বারা কৃত্যা যেমন লীলায় অলেশাবশেষ হয়, সেই রূপ অনতিকর্ত্তব্যতাবিৎ ও ন্যগুপলব্ধি পৃথগাত্মিকার তাহাতে তীব্রাপ্রমত্তি ও ভ্রান্ততা ঘটে। অতএব শেষোক্ত পৃথগাত্মিকা যদি নিঘ্ন না হন, তবে তাঁহার উৎসাহানুগত্ববিসৃষ্টি সাধনীয় আর যদি তিনি নিঘ্ন হন, তবে তাঁহার অস্তোপনীত ক্রিয়ার দরীদৃশা অনুষ্ঠেয়।

ইচ্ছা।—গ্রাহিদর্শন। যাহা পুনঃ২ সহ্য কর হয়, তাহাতে সহ্যানুভাব্য অথবা শাতানুভূতি হয়। এতদ্দ্বারা নিষোঢ় বিষয়ে ইচ্ছা বা গ্রাহিদর্শনের সোদ্ভবত্ব হয়। ইচ্ছা দ্বারা উদগাঢ় রূপে অন্য দর্শন হওয়ায় ইহা অতিবেল পুরুষপাতিনী। আমাদের নির্ব্বাণ সংবিদার সমঞ্জস জননার্থ যে সকল স্পর্শসঙ্গ নিতান্ত অবিসৃজ্য

তদন্য স্পর্শসঙ্গ-বিসৃষ্টি দ্বারা তাহাতে ইচ্ছানুৎ-পত্তি সাধনীয়।

জিজীবিষা।—বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা। অ-স্মদাদি-কর্ত্তৃক জীবন প্রতিঘস্র সহ্য হইতেছে। এতৎ প্রত্যয়ে তাহাতে সহ্যানুভবন অথবা সু-খোদয় হইয়াছে। অতএব পুরুষের জীবনে গ্রাহিদর্শন অথবা জিজীবিষার সভাবতা গোচর হয়। ইহা আত্মদর্শনের একটী সাধন ও কৈ-বল্য চেষ্টার প্রণোদক। সর্ব্বদা আত্মরক্ষাবধান দ্বারা জিজীবিষার উন্নমন হয়।

সত্যনিষ্ঠা—কুত্রচিৎ সভাব বিষয় সত্য। তাহাতে গ্রাহিদর্শনোদ্ভাবিকা সুখানুভূতি, সত্য-নিষ্ঠা। অনারত অদ্বেধাভাবে সত্যানুযায়িনী ব্য-বহৃতি দ্বারা সত্যনিষ্ঠার বৃত্তি হয়। সত্যনিষ্ঠা অম্বা-প্রতিনিধি পঞ্চ জন পাত্রী। সমাজ-কর্ত্তৃক বিশেষ প্রতিপত্তিদান, সত্যনিষ্ঠার উন্নময়িতৃ।

অভিতোদিদৃক্ষা।—কোন বিষয়ের প্রারিপ্সা কালে ইতোঽমুতঃ প্রত্ব্যহ সহকারি দর্শনেচ্ছা। পুনঃ২ তথাবিধ বিলোক্তি দ্বারা অভিতোদিদৃক্ষার সমুদয়ন হয়। ইহা যেমন অন্যদর্শন জনয়িতৃত্ব-

হেতুক আত্মপতনকৃৎ, তাদৃক্ষ আবশ্যক অসু-ধৃতিকৃতির সাহায্যক সম্পাৎ। অতএব ইহার উন্নম্যত্ব এষিসিষিতব্য। এবঞ্চ ইহার অনিষ্ট সাধনান্তর দ্বারা নিবিবারয়িষণীয়। অভিতো-দিদৃক্ষায় অনিশ অবহিতি দ্বারা তাহার প্রকর্ষ সম্পাদ্য।

প্রসন্নতা।—বিবাগাভাবের অপরাভিধান। ক-র্ত্তব্য অনপ্রিয়চর্য্যা বা কর্ত্তব্য প্রিয়চর্য্যা দ্বারা ইহার সত্তাগোচর হয়। ইহা আত্মস্থিতিকরী, সুতরাং আত্মোন্নময়িত্রী। আত্মসদ্ব্যবহৃতি প্রসন্ন-তা-রক্ ও তাহার উপচয় বিধায়িনী।

জড়তা।—ক্ষেত্রজ্ঞের ভ্রূণ তুষারত্বহেতুক ক্ষি-ততার দ্বিতীয়াভিধান জড়তা। ইহা ভয় লজ্জাদি মূলক অদর্শনজাত। এতদ্দ্বারা আনুপূর্ব্বীশঃ পু-রুষ বিনষ্টি হয়। প্রথমতঃ মনোযোগবিহিতি দ্বারা গ্রন্থপাট্ট ও আলেখ্যদর্শন এবঞ্চ স্বাপন্যগ্ভাব দ্বারা তদন্তর আত্মসমধি দ্বারা ইহার নিষ্ঠত্ব সম্পাদ্য।

মৃত্যু।—চৈতন্যলাঘবে পুনর্দ্দর্শনরোধক অদর্শন দ্বারা চৈতন্যগুণের শীতগুণ পরিণামের অন্য

নামধেয় মৃত্যু। নিষ্ণাত বৈদ্যযত্ন পরিভাবিগদ প্র-
ভৃতি দ্বারা চৈতন্য লাঘবে প্রাণবদ্রূপে দৃষ্টি-
বিপত্তি হওয়ায় ইহার সম্ভব হয়। ইহা নির্ব্বাণ
চেষ্টার ব্যাহতিকৃৎ। ইহাতে যে অবস্থা হয়,
তাহাতে অন্যদর্শন স্বভাব ও অদর্শন স্বভাব প্র-
তিকৃত হয় বটে; কিন্তু আত্মদর্শনে ও উক্ত
বিষয় দ্বিতয়ের অকরণে কর্ত্তব্য জ্ঞান হয়
না। অতএব কোন দিবৌকঃকর্তৃক সমঞ্জস দিষ্টে
কোন জড়পরিণাম ক্ষেত্রজ্ঞের চৈতন্যস্বরূপ প্রাপ্তি
হইলেও তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানাভাবে ক্ষিপ্র
জড় রূপে পরিণত হন। কিন্তু যদি সুপর্ব্ব-
সমাজে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানুশিষ্টির বিধান থাকে,
তবে উক্ত রূপ আশঙ্কা নির্হেতুক। যাহাহউক,
মরিয়া চেতন্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য
সংবিদাশিক্ষা হইতে আমাদের ইহাবধিতে ক-
র্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষার্থ উদার জীবত্তা সাধ-
নীয়। ভিন্ন২ উপায় দ্বারা বপুর অনাত্ম-বিধ্বংসক
শীতোষ্ণতা বিধানও অন্য দর্শনাদর্শন বিরম্য
এবঞ্চ আত্মদর্শন প্রসক্তি দ্বারা আত্মার দীর্ঘ-
কাল স্থিত্যর্হত্ব বা দীর্ঘ জীবন হয়।

ভয়।—অনিষ্টকৃদ্বিষয়ে যে অসহ্য শীতগুণা-ত্মক অদর্শন হয়, তদাখ্যা সাধ্বস। অদর্শন স্বভাব হইতে ইহার সজনুত্ব হয়। ইহা আত্মপত্তনকৃৎ। এতদ্দ্বারা যে ক্ষেম হয়, তাহার সাধনস্থলে সুসংখ্যার সস্থাপন করিয়া ইহার সন্যাস বিধেয়। প্রথমতঃ মনোযোগানুবন্ধিনী অনুবন্ধাধীতি, অনুবন্ধ আলেখ্য বিলোক্তি ও সংবেশন্যগ্ভাব দ্বারা পরে আত্মসমাধি দ্বারা অদর্শন স্বভাবের প্রতিকার করিয়া ইহার লোপাপত্তি সাধ্যা।

লজ্জা।—ভদ্রলোকের সামাজিক শিক্ষা হেতুক আত্মকুৎসার উল্বণত্ব অকাম্য। অতএব যদি ক্বচিৎ কোন ভদ্র পৃথগাত্মিকার তাহার ব্যক্তত্ব হয়, তবে অকাম্য বিষয় দর্শন শ্রবণ করা যায় না বলিয়া তাহাতে শীতগুণাত্মক অদর্শন ঘটে। ইহাকে ব্রীড়া ও অব্যক্তত্বহেতু অপত্রপা বলে। ইহাদ্বারা আত্মার শীতগুণ পরিণাম হয়। অতএব কুৎসাজনক কৃতির অকরণে অবহিত্যাশ্রিত যত্নবৈধ। অনেকে স্বকীয় সত্যরূপগুণাকর্ণনে ব্রীড়ন্নান্বিত, হইয়া থাকে। ইহাদের তত্তদ্বিষয়

কুৎসাকৃৎ নহে, তৎসংবিদার ধারণা আবশ্যক। কিন্তু রূপগুণাদির আকর্ণন কালে অনভিমানাদির অনুদ্ভবে যত্নত্ব ন্যায্য।

বিবৎসা।—জন্মভূমিতে বাসেচ্ছা। প্রসূত হইতে চিরানেহঃ পর্য্যন্ত জন্মস্থলীতে বাস করায়, তাহা ভর সহ্য হয়। এতন্নিবন্ধন তাহাতে সহ্যানুভব বা সম্মদ হয়। অতএব, তাহাতে ইচ্ছা হয়। অবিরত ব্যর্থ পর্য্যটন বিরহিতানুবন্ধ জন্মভূমি বাস দ্বারা স্থিতি বিষয়ে দৃঢ় সমাধি হয়। ইহা আত্মসমাধির পোষক। উপযুক্তাবস্থা হেতুক নিয়ত স্বদেশোষিততা দ্বারা বিবৎসার বাঢ়ত্ব হয়।

অনৃতশীলতা।—যাহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অভাব, তাহা মিথ্যা। মিথ্যা লিখন ভাষণাদি প্রসক্তি মিথ্যাশীলতা। ইহা দ্বিবিধ; বৈধ মিথ্যাশীলতা ও অবৈধ মিথ্যাশীলতা শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারত-রাজ-চক্রবর্ত্তিনীর বর্ত্তমান রাজবিধ্যনুসারে যাহার দণ্ড নাই, তাহা বৈধ মিথ্যাশীলতা। যথা মিথ্যোপাখ্যান লেখকাদির মিথ্যাশীলতা। এতদিতর অনৃত লেখন ভাষণাদি শীলতা, অবৈধ মিথ্যা-

শীলতা। স্বার্থ ও বুদ্ধিভ্রম হইতে ইহার সজ-নুত্ব হয়। মিথ্যাশীলতা লোকস্বত্ব শান্তির ব্যা-ঘাতিকা। ও ইহা দ্বারা বিশেষ অন্যদর্শন হ-ইয়া আত্মার উষ্ণত্ব পরিণাম হয়। দৃশ্যমান অ-ক্ষার্থে যাদৃক্ষ অন্যদর্শন হয়, মিথ্যা বিষয়ে তাহা হইতে সাধীয়সী অন্যদৃষ্টি হয়। ইহার বীজ এই, মিথ্যা অক্ষার্থের কাল্পনিক সত্তাসত্ত্বের দ-র্শনে ভৃশরূপে দৃষ্টি প্রয়োগ হয়। মিথ্যাশীল-তার অপর এক অপকৃতি এই যে, অনৃত বি-কৃত বিষয়। অতএব বিকৃতবিষয়ে স্থিতিতে ক্ষে-ত্রজ্ঞ ও দর্শনশক্তির বিকার হয়। দৃঢ়ত্রপিষ্ঠ অক-র্ত্তব্যতা জ্ঞান ও রাজদণ্ড দ্বারা মিথ্যাশীলতার তিরোহিতি সম্ভাব্য।

চিন্তা।—কোন বিষয়ে পুনঃ২ মনন, চিন্তা। যথাপ্রোষিত ব্যক্তি বহুবনেহঃ পর্য্যন্ত গৃহোদণ্ড না পাইয়া গৃহবিষয়ে পুনঃ২ যে মনন করেন, তাহা তাহার গৃহচিন্তা; ও কোন ব্যক্তি আপ-নার দুরবস্থা বিষয়ে পুনঃ২ যে মনন করেন, তাহা তাঁহার দুরবস্থা চিন্তা। বিষয়ের বিশেষ উৎক-র্ষাপকর্ষ হেতুতে তাহাতে পুনঃ২ মনন হয়।

চিন্তা দ্বারা অতিবেলতর অন্যদর্শন হইয়া আ-ত্মার তেজঃ পরিণাম হয়। অকর্ত্তব্যত্যাজ্যাতৃত্ব ও চিন্তাদিষ্টে কোন নির্ব্বিজন প্রসক্তিভাবয়িতৃ-বিষ যে অভিনিবেশ দ্বারা চিন্তানিরাকৃতি নিষ্পাদ্য।

বিবেচনা।—কোন বিষয়ের উপকৃত্যপকৃতি সঙ্গত্যসঙ্গতি ন্যায়ান্যায় কার্য্যকারণভাবে অভি-নিবেশ সংখ্যা। ইহা কল্যাণ, ভাবগ্রহ, স্থিতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় হইতে গোদ্ভাব হয়। ইহা দ্বারা অন্যদর্শন হইয়া আত্মার তেজঃ পরিণাম হইলেও তন্নিরাকরণে কোন বিশেষ সাধনাশ্রয় করিয়া এতদুৎপাদ্য ক্ষেমাঙ্গীকার সাংসারিক-দিগের শ্রেয়ান। সময়ধর্ম্মানুসারে মধ্যে২ এক একটী নিঃসম্পর্ক বিবেচ্য বিষয় লইয়া সংখ্যা করিলে চর্চ্চাশক্তি ভ্রান্তিস্পর্শ প্রতীপ হয়।

প্রমাদ।—আভিমুখ্যে মনোযোগ বিহীনতা। অন্যমনস্কতা দ্বারা ইহা সংলক্ষিত হয়। এত-দ্দ্বারা অনেক অকর্ত্তব্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপক্রান্ত বিষয়ে তন্মনস্কতার অভ্যস্তি দ্বারা ইহার প্রতিক্রিয়া কার্য্য।

নম্রতা—অন্যাপেক্ষায় আত্মপ্রতি অধমত্ব দৃষ্টি প্রহ্বতা। অনুপযুক্ত স্থলে ভীতি ও উপযুক্ত স্থলে যথাদৃষ্টি হইতে ইহা সজন্ম হয়। ইহা দ্বারা অদর্শন হয়; কিন্তু তাহা এতাদৃক্ষ লঘু যে তদ্দ্বারা যে আত্মার শৈত্যবিকার হয়, তাহা ফল্গু। অথচ সেই শৈত্যহেতুক পুরুষের তেজোবিকারের শোধন হইয়া অনবর্য্য উন্নতি হয়। আত্মগুণপক্ষপাতরিক্ততা দ্বারা ও নম্রতার চঙক্রমণ দ্বারা প্রহ্বতার উন্নতি হয়। এ স্থলে বচনীয় যে, ভীতিবন্ধন যে মার্দ্দব হয়, তাহাতে অতথ্যশীলতার সম্ভূতি হয়। অতএব বিশিষ্ট ভদ্রতাসহ তাদৃক্ষ নম্রতা চিকিৎসনীয়।

উপচিকীর্ষা।—অন্যদীয় অভাব দূরীকরণে বা সভাবতা বর্দ্ধনে ঈহা। ভক্তি, স্নেহ, দয়া, যশোলিপ্সা প্রভৃতি নিদানশক্তি হইতে ইহার আবির্ভূতি হয়। এতদ্দ্বারা লোকে যত্নিত্ববিনা অমানস্যবিধুর ও সংশ্লিষ্ট-প্রমোদ হয়। ও উপকৃৎ মহাশয় উপচিকীর্ষু নির্জরগণের অধিকতর উপপ্রকৃত্যর্হ হন। কিন্তু যাঁহারা অন্যের সম্মানের ন্যগ্‌ভাববিধানার্থ তাহার উপকার করেন, তাঁহারা

কখন ত্রিদশোপকৃতিভাজন হইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা অধম। তাঁহারা উপবর্ত্তা নহেন, কর্ণীসুতপ্রহিত বত্মাবলম্বিদিগের শ্রেণীবিশিষ্ট। তাঁহারা উপকার করেন না, ঋজুস্বভাব মানিদিগের সম্মানাপহ্নত্যর্থ ব্যর্থ চেষ্টা করেন। যাঁহারা উপকৃতি করিয়া মনেং প্রত্যুপকৃতির তৃট্ করেন, তাঁহারাও ত্রিদিবেশবৃন্দের উপচিকীর্ষুতার যোগ্য নহেন। যেহেতু তাঁহারাও জনোপকৃতি করেন না, অন্যের অধমর্ণতা বিধানে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সমাহিতস্বান্তে উপচেক্রীয়া দ্বারা উপচিকীর্ষার প্রকর্ষ হয়।

কৃতজ্ঞতা।—কৃতোপকৃতি স্মরণ। যাহার উপকৃতি প্রাপ্ত্যর্থ ভৃশতৃট্ হয়, সেই অতীত তৃড়্‌চেতুতে তদীয় চেতে কৃতজ্ঞার আবিভূ্তি হয়। অথবা যে পৃথগাত্মিকার অকস্মাল্লব্ধোপকৃতি অতিমাত্র চেত আকর্ষণকৃৎ হয়, তাহার চেত হইতেও কৃতজ্ঞতার আবিভূ্তি হয়। তদিতরের চেত হইতে কৃতজ্ঞতার আবিভূ্তি না হইয়া সহা বৈরভাবের আবির্ভবন হয়। কৃতজ্ঞ আদিঃতেয় কদম্বের ও সাধপঙ্কজন সমবায়ের স্নেহ-

ভাজন হয়। তৎ কর্ত্তব্যতা সংবেদন কৃতজ্ঞতার প্রকৃষ্টি-সাধন।

কৃতঘ্নতা।—ন্যায়সিদ্ধ উপকৃতি স্মরণ না করিয়া উপকর্ত্তার বা তদীয় কোন বংশধরের অপকৃতি কৃতীচ্ছা। অর্থমান সম্বন্ধি স্বার্থ হইতে ইহার উদিত্যা হয়। এতদ্দ্বারা অপসমজ্ঞাদি অকাম্যস্পর্শকদম্বের লব্ধি হয়। উপকর্ত্তৃগণের সন্তত দ্রঢ়িষ্ঠ অবহিতিসহ উপকৃতসংহতির অর্থমানের প্রতি বিলোক্তি রাখায় পঞ্চজনচিত্তে কৃতঘ্নতার উদিত্যা সম্ভাবনার তানব সমীক্ষিত হয়।

অনুচিকীর্ষা।—প্রতিরূপ করণেচ্ছা। দৃশ্যমান ও শ্রূয়মাণ ক্রিয়া নিকরের দরীদৃশা ও শোশ্রূয়া দ্বারা যে সহ্যানুভব বা আনন্দথু হয়, ইহা তৎ প্রণুদিত। কোন২ স্থলে বাধ্যতায়ও ইহার প্রণোদন হয়। অর্ভকার্ভিকা নিচয় যে পচনাদি কৃতিচয়ে অনুচিকীর্ষতাশীল হয় তাহা প্রাগঙ্কিত নিদানীভূত। ও লেখনাদি পরাগুক্ত বীজব্রধ্নক। অনুচিকীর্ষা দ্বারা চেতের অভিনিবেশিত্ব-ধর্ম্ম-প্রকর্ষ হয়। ও দ্রঢ়িষ্ঠ অন্যদর্শন-হেতুতে পুরুষের তেজঃ পরিণামও হয়। অতএব রন্ধন:লি-

খনাদীতর অনাবশ্যক বিষয়ে অনুচিকীর্ষা আরাধ্য নহে। সুতরাং কেবল রন্ধন লেখনাদি বিষয়ের অনুকৃতি ও তদন্য বিষয়ে তাহার নিরোধ দ্বারা অনুচিকীর্ষার যদৃক্ষ অবস্থা ঘটে, তাহার তদতিরিক্ত উন্নমনারমন যত্নিত্ব অজর্য্য নহে।

দয়া।—অন্যদীয় প্রসূতিজহেতুক অসহ্যানুভূতি বা প্রসূতিজ দয়া। যে আপনার যে অবস্থা অসহ্যানুভব করে, সে অন্যদীয় তদবস্থারও অসহ্যনুভব করে। এই নিমিত্তে এক জনের যাহাতে দয়া হয়, অপরের তাহা অক্ষান্তি ভাবয়িতা হয়। দয়ায় উপচিকীর্ষা সম্ভাব্য-ভব্য-সম্ভূতি হয়। কিন্তু দয়ার অসহ্যানুভবত্বাজ্জ্রিক পুরুষপতনও হয়। অতএব পরহেতু আত্মামানস্য সহ্যতা দ্বারা দয়ানিরোধ সম্পাদনীয়। ও দয়ার উপকৃতি সুসংখ্যা দ্বারা নিষ্পাদ্যা।

স্বভাব।—আত্মার যে সকল দৃষ্টি ও অনুভবের স্রস্তোদ্ভাসিত করা হইল, ইহাই মনোবৃত্ত্যভিধানে আকারিত হয়। এই সমুদায় মনোবৃত্তিরই মানব হইতে সভনুত্বের যোগ্যতা সংলক্ষিত হয়। অতএব ইহাই প্রতিপাদনীয়। কিন্তু বি-

শেষহেতু নিম্নত্বে স্রষ্টৃদিবিষদ্গণ কর্তৃকও মানব-স্বজ্যাবধিতে কোন২ বৃত্তি মানবক্ষেত্রজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেরূপ তনূনপাৎ হইতে বপু উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ লেখদিগের তত্তদ্বৃত্তি বিষয়ক প্রণিধান দৃষ্টি প্রয়োগ হইতে মানব পুরুষে তথাত্ববৎ বৃত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। অম্ভোঅন্ধঃপ্রতিষ্ঠিত এই সকল বৃত্তি স্বাভাবিক ও তাহার অমরকৃতত্ব স্বভাব বলিয়া সাভিধান হইতে পারে।

কৈবল্য লক্ষণোপন্যাস প্রভৃতি।

যে সকল দর্শনানুভব বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্ন অন্য অনেক দর্শনানুভবও মনুষ্যের আত্মাতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু মনুষ্যের দর্শনানুভবের সবিস্তর প্রস্তাব এতৎ সন্দর্ভের মুখ্যবিষয় নহে। অতএব তাহাতে বিরত থাকা হইল। যে সকল দর্শনানুভবের বিবৃতি করা হইয়াছে, ও যে সকল দর্শনানুভব অবিবৃত রহিল, ইহার কতকগুলি সৎ ও কতকগুলি অসৎ বলিয়া পরিচিত আছে। প্রকৃত পক্ষে এক আত্মদর্শনানুভব ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার দর্শনানুভবই অসৎ। ক্রোধই হউক, উপচিকীর্ষাই হউক

অথবা অন্য যে কিছুই হউক সকলই অন্যদর্শনত্ব অথবা অদর্শত্ব হেতুতে আত্মার পাতয়িষ্ণু। অতএব এক আত্মদর্শনানুভব ব্যতীত অন্য সর্ব্ব প্রকার দর্শনানুভবের নিবৃত্তি একান্ত অভিলাষযোগ্য বিষয়। মনুষ্যের এই অভিলষণীয় বিষয় সুসিদ্ধি ও আত্মদর্শনানুভব উপযুক্ত প্রাগাঢ় হইয়া শীততেজোগুণাত্মক জড় ধর্ম্মের নাশ কৈবল্য।

প্রাণীর আজন্মনিধনাবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রাণিগণ যে পর্য্যন্ত গর্ভ মধ্যে অবস্থান করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অনুভব করে কি না, তাহা এক্ষণে মাদৃশজনদিগের বলিবার সাধ্য নাই। কিন্তু ইহা নির্ব্বিবাদ বক্তব্য যে গর্ভাবস্থান প্রিয় নহে। যে অবস্থান তিমিরাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ পুরীষবিশিষ্ট অবরুদ্ধ সম্পুটিকা বাসানুভব জনক, তাহা অবশ্য অপ্রেয়। গর্ভস্থপ্রাণীর ভূমিষ্ঠ হওয়াও সুখকর বলিয়া অবধারণীয় নহে। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হইয়াও সে সুখানুভব করে না। সে যে ভূমিষ্ঠ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, ইহা তাহার এক অত্যুৎ

কৃষ্ট প্রমাণ। [প্রাণী যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া সুখানুভব করে, তবে সে কেন ক্রন্দন করে? সুখানুভব কখন ক্রন্দনজনক নহে। যে সকল প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রন্দন করে না, তাহাদেরও সুখানুভব অনুমেয় নহে। যদি তাহাদের সুখানুভব হইত, তবে তাহারা তৎসূচক কোন চিহ্ন অবশ্য প্রকাশ করিত। প্রাণিগণের দুঃখের ন্যায় সুখেও এক একরূপ চিহ্নোৎপত্তি হয়। যদি কেহ ইহাদের কোন ভাববিশেষ সুখসূচক চিহ্ন বলিয়া বলেন, ও যদি ইহাদের কেহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে সত্য২ কোন সুখসূচক চিহ্ন প্রকাশ করে, তাহা হইলেও তাহাদের ভূমিষ্ঠ হওয়া সুখজনক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারি না। কারণ ভূমিষ্ঠ হওয়া সেরূপ বিষয় নহে। যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ বাতায়ন দিয়া কষ্টস্হষ্টে বহির্গত হয়, যদি তাহার সুখানুভব অনুমেয় হয়, তথাপি কোন প্রাণীর গর্ত্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া সুখকর বলিয়া অনুমেয় হইতে পারে না। কারণ বাতায়ন দ্বারা কষ্ট স্হষ্টে বহির্গত হওয়া হইতে গর্ত্ত হইতে বহির্গত হওয়া অধিকতর দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কিন্তু যদি কোন প্রাণী গর্ব্ভ হইতে বহির্গত হওয়ার কালে সত্যসত্যই সুখানুভব করে, তবে সেস্থলে বিশেষ দৈবানুগ্রহের হেতুত্ব প্রতীতি-বৈধ।

মনুষ্যশিশু যে পর্য্যন্ত স্বয়ং আপনার অশনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ও কথা কহিতে পারে না, সে পর্য্যন্ত সে নানারূপ ক্লেশ ভোগ করে। সে যখনি যাহা খাইতে ইচ্ছা করে, তখনি তাহা খাইতে পারে না, যখনি যেখানে যাইতে চাহে, তখনি সেখানে যাইতে পারে না, ও যখনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করে, তখনি তাহা বলিতে পারে না। এরূপ ইচ্ছার ব্যাঘাত সামান্য দুঃখজনক নহে। যদ্যপি এতদ্দ্বারা শিশুর অনেক উপকারও হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার ইচ্ছার ব্যাঘাতজনিত দুঃখের অস্বীকার কখন হইতে পারে না। সে তাহার সম্মুখে শৃগাল দেখিয়া তাহাকে পিশিতাশন বলিয়া জানিতে পারে না অথবা জানিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সত্বর অন্যের নয়ন পথবর্ত্তী না হইলে শৃগাল-দংষ্ট্রাবিদলিত হইয়া অসহ্য

ক্লেশানুভব করে। সে মশক মক্ষিকার দংশনে অস্থির হইয়াও স্বয়ং তাহার নিবারণ করিতে পারে না। যদি অন্যের চক্ষে না পড়ে, তবে তাহারা যাবৎ অশক্ত না হয়, তাবৎ তাহার শোণিত পান করিয়া তাহার অসহনীয় পীড়ন জন্মায়। সে মার্জার শাবকের গ্রীবা ধারণে শঙ্কিত না হইয়া তাহার তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত পঞ্চশাখ হয়। সে প্রদীপ্ত দীপশিখায় অঙ্গবস্ত্র স্পৃষ্ট করিয়া পতঙ্গবৎ দগ্ধতনু হয়। সে দৈবাৎ কিষ্কুপ্রমিত খাত সলিলে নিমর্জ্জিত হইয়াও অন্যের সাহায্য বিনা রক্ষা পায় না। সে অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মুখে বিষ্ঠা অর্পণ করে, মূত্রমধ্যে শয়ন করিয়া থাকে ও অন্যরূপ অভোগ্য ভোগেও বিরত থাকে না। সে চূর্ণ ভক্ষণ করিয়া দগ্ধাস্য, ও বৃশ্চিক চর্ব্বণ করিয়া অচিন্তনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি জননী শিশুর প্রাণ তুল্য, তথাপি সে জননী হইতেও তাহার অনল্প ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সে কোন বিষয়ে জননীর একটুক বিরক্তির উৎপাদন করিলে প্রবলতল-প্রহারে জীর্ণপৃষ্ঠ হয়। যদি মাতৃস্তনে দুগ্ধের

অসদ্ভাব হয়, তবে সে জননী কর্ত্তৃক অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার দ্বারা স্তন্য পানে মুহুর্মুহু নিবারিত হয়। এইরূপ শিশুর অন্য অনেক অসুখ ভোগও হইয়া থাকে। তাহার যে সকল সুখভোগ হয়, নিগূঢ় রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা সুখ বলিয়া গণনা করিতে পারা যায় না। মাতৃ প্রভৃতির পরিচর্য্যা দ্বারা ও দুগ্ধাদি দ্বারা ও নিসর্গ দ্বারা তাহার যে সুখানুভব হয়, সে কি তাহা উত্তম রূপে অনুভব করিতে পারে? উত্তম রূপে অনুভব করিতে পারিলেও তাহাকে সুখী বিবেচনা করিতে পারি না। কারণ সে সকল সুখে আত্মদর্শন ব্যাঘাত জন্য আত্মার পতন হয়। যদি বল তাহাতে আত্মার পতন হইলেও তাহার সুখত্বের অস্বীকার হইতে পারে না, তাহা বলিতে পার না। আত্মদর্শনানুভবেতর সমুদায় সুখই আভ্যাসিক। ইহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যাহা আভ্যাসিক তাহার স্থায়িত্বের রাক্ষা হইতে পারে না। অভ্যাসের লাঘব ও নাশ হইয়া তাহারও লাঘব ও নাশ হইতে পারে। এতাদৃশ অস্থায়ী

পদার্থের বাস্তব সম্ভাব অঙ্গীকার হইতে পারে না। যে সুখ অদ্য সুখ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কিছু কাল পরে দুঃখ হইতে পারে, তাহা কখন সুখাখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। বিশেষ প্রক্রিয়া কৃত কাঞ্চন তুল্য দৃশ্যমান পিত্তল কি কখন কাঞ্চন নাম প্রাপ্তির যোগ্য?

মনুষ্যেতর প্রাণিগণের শিশুদিগেরও ঐ রূপ সময় নানা ক্লেশে অতিবাহিত হয়। তাহারা গমনাদি কোন২ বিষয়ে কিছু সৌভাগ্যশালী ও মাতাপিতৃস্নেহ বিষয়ে অধিকতর সৌভাগ্যবান্। ইহাদেরও এই কালে কোন২ বিষয়ে যে সুখের অনুমান হয়, বাস্তবিক তাহা সুখ নামে আখ্যাত হইতে পারে না। কারণ তাহা আভ্যাসিক।

মনুষ্য শিশু সামর্থ্যহীন বালকাবস্থা অতিক্রম করিয়া সমর্থদশা প্রাপ্ত হইলেও নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে। সে তখন সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া প্রসঙ্গে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হয়; ধীবর বৃত্তির বিমোদানুভবার্থ কুৎসিত বন মধ্যস্থ গর্ত্ত-সলিলচারী মীন ধারণায় মশকাদির দংশনানুভব করে; খর্জ্জুরাদি বৃক্ষে অপাটাবনিবন্ধন বক্ষঃ

সংশ্রয় দ্বারা আরোহণাবরোহণে বিক্ষতবক্ষা হয়; বৃক্ষাদি উচ্চ স্থান হইতে ভূমি পতিত হইয়া অঙ্গ বৈকল্য অথবা বিনাশ পায়; চৌরকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও তাড়িত হইয়া সম্মুখে প্রাণান্ত দর্শন করে; অবিনয়নিবন্ধন মাতাপিতৃ কর্ত্তৃক ভৎর্-সিত অথবা গুরুতররূপে প্রহৃত হয়; বিদ্যালয়ানুপস্থিত্যাদি নিবন্ধন শিক্ষকের অসহ্য প্রহার সহ্য করে; আপনার অনভিজ্ঞতাদি কারণ লোকোপহাস নিপীড়িত হয়; পিতা, মাতা ও অন্য অভিভাবকের মুখোপেক্ষায় মানসিক-কৃচ্ছ্রানুভব করে; অধীনতাহেতু তস্কর না হইয়াও সন্তত তস্করের ন্যায় ভীত২ রূপে দিষ্টাভিপাত করে; সঙ্গদোষে মদিরেন্দ্রাশনাদির পরতন্ত্র হইয়া সংসারের অতি শোচনীয় হেতু হয়; প্রয়োজন বশত অর্থোপার্জ্জনার্থ দেশদেশান্তর ভ্রমণাদিজনিত অমানস্য সম্ভোগ করে; সংশয়িত চিত্ততাহেতু অথবা যথার্থতঃ পত্নীর নানারূপ বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শন করিয়া অনায়ত্ত সন্তপ্ত হয়; পুত্রাদির অবিনয়হেতুতে প্রসূতিজনিষ্পেষিত হয়; তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও

বিবাহের চিন্তায় শান্তিতে থাকিতে পারে না; দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে তাহাদের মৃতিশঙ্কা কলেবর নিষ্পেষণ করে; নানা লোকের নানারূপ বৈরভাবে বিব্রত হয়; পরিবার পালনের অসামর্থ্য চিন্তায় দেহের উষ্ণতা থাকে না; তুল্য লোকের অতুল্য সৌভাগ্য প্রভৃতিতে জ্বালাতন হয়; প্রদীপ্ত ভোগেচ্ছা সকল সন্তৃপ্ত করিতে না পারিয়া দারুণ ব্যাকুলতায় প্রবলোৎকণ্ঠাত্মক হয়; মধ্যে২ আপনার ও পরিবারের জ্বরাদিতে নানারূপ কষ্ট সংস্পর্শন করে; বিবেকনিবন্ধন বিষয় পরিত্যাগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তদ্ভ্রষ্টতার মহা বিপ্রতিসায় নিপীড়িত হয়; যদি কোন কল্যাণী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলেও ত্যাগ বিষয়ের বিয়োগহেতু যন্ত্রণানুভব করে; সেই পরিত্যক্ত বিষয়কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও অল্প যন্ত্রণানুভব করে না; লোক চমৎকারজনক অধ্যবসায়ের অবস্খলন পূর্ব্বক সংরূঢ় কুপ্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করিতে না পারিয়া অবসন্নাত্মা হইয়া থাকে; সময়ে২ প্রমাদবশতঃ কত দুস্পার্শ হয়;

দয়বেদনার আবির্ভাবস্থলী হয়,—অনবধানবশতঃ সন্নিকৃষ্ট প্রিয় বিষয়ের বিপ্রকৃষ্টতা ঘটাইয়া মহানুতাপ ভোগ ও ধাবনাদি পরিশ্রমাঙ্গীকার করে, অথবা সেই প্রিয় বিষয়ে হতাশ হইয়া ব্যর্থ হাহাকার করে; অপহ্রিয়মাণ বিষয়েও অবধান না হওয়ার পরে সন্তাপিত হয় এবং অনপহৃতি বিষয়ের নিমিত্ত ও বিলাপানুসন্ধান ভৎসনাদি করিয়া ভ্রমাপগমে লজ্জা নিষ্পেষিত হয়; স্বার্থপর ও ভ্রান্ত সংস্কারাপন্ন লোকদিগের বিতেথভাবণে অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়; সাধু হইয়াও ঘটনাবশতঃ অথবা বিপক্ষের ষড়যন্ত্রে স্বার্থভ্রষ্ট ও দণ্ডিত হয়; সাংসারিক নিত্য কর্ম্মের বাধকতায় অনেক প্রিয় কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না; সর্ব্বদা সাংসারিক বিবিধ চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; অনতিক্রমণীয় সংসারচিন্তার বাধকতায় তত্ত্বান্বেষণে যথোপযুক্ত অবকাশ প্রাপ্ত হয় না; পরিজনের অথবা আপনার নির্ম্মতিত্ব হেতু তাহাদের সহিত সর্ব্বদা কলহ করে; ভিন্ন২ কারণে পরম স্নেহভাজন

আত্মীয় জনের অনাত্মীয় হয়; সঙ্গ প্রকৃতির অভাবে অথবা ব্যবসায় বৈষম্যাদিতে জন্মস্থলীতে বাস করিয়াও আপনাকে নবাগত বিদেশবাসীর ন্যায় দেখে; যে, যেপ্রকার সম্মানযোগ্য নহে, তাহাকে সেইরূপ সম্মান না করিয়া অনাবজ্ঞতা বীক্কত উপযুক্ত কল্যাণভাজন হইতে পারে না; এবং তাহার যোগ্যতাধিক সম্মাননা দ্বারা অনুপযুক্ত কল্যাণেরও সম্ভোগ দর্শন করে; এক পদস্থ হইয়া অপর পদস্থের অযোগ্যতায় নিন্দিত হয়; মান্য পদস্থ হইয়া অমান্য পদস্থের কার্য্য করিতে বাধ্য হয়; সাধু হইয়াও অসাধুর অত্যাচার মুক্ত থাকিতে পারে না ও অসাধু হইয়াও নানা দণ্ড ভোগ করে; আপনার সর্ব্বস্বত্বাধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু অন্যকে স্বত্বাধিক অধিকার দিতেও বাধ্য হয়; স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য করে, অন্যে তাহার ফল ভোগ করে; বৃষ্টিতে অভিষিক্ত ও ব্যাহত কার্য্য হয়; আতপতাপে সন্তপ্ত হয়; প্রবল ঝঞ্ঝার নিপীড়ন ভোগ করে, সম্মুখে জীর্ণাঙ্গবস্ত্র তনয় তনয়া প্রভৃতিকে শীতে থর থর

কম্পিত হইতে দেখে, 'গৃহী হইয়াও চতুঃশাল ভবন নির্ম্মাণের অশক্তিতে অনেক বনবাস দুঃখ পায়, তনয় তনয়াদিগের পরস্পর কৃতাত্যাচার-হেতুক ক্রন্দনে জর্জ্জর হয়; বর্ষে২ গৃহ সংস্কারার্থ চিন্তাপরম্পরা ব্যাকুলিত হয়; অশক্তি বশতঃ অন্যের মত যশস্কর রূপে বিবাহাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না; যে স্থলে অন্যের তনয়াদি মনোরম্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিচরণ করে, সে স্থলে আপনার ভগ্ন ম্লান-বস্ত্রধারী তনয়াদির ম্লান মুখাবলোকন করা হয়; তণ্ডুলাদি ক্রয়ের অশক্তিহেতু পত্নী প্রভৃতির পরিমিত ভোজনেও হৃদয়বিদারক বাধকতা জন্মায়; স্বামীর উপার্জ্জন ক্ষমতার অভাবে অর্থাভাব নিবন্ধন বিষণ্ণ ভাব অবলোকন করে; যে প্রভু নয়, তাহার প্রভুত্ববদ্ব্যবহারের পাত্র হয়; সম্মান্যতর হইয়াও সম্মান্য হয়, ও সম্মান্য হইয়াও সম্মান পায় না; অন্য কর্ত্তৃক তাহার অনুভবনীয় অপমানজনক বিষয়ে প্রণোদিত ও তদনুরূপ আচরণ না করিলে তাহার বৈরাস্পদ হয়; যথোপযুক্ত সুবৃত্তা হইয়াও স্বামিকর্ত্তৃক তির-

স্কৃত হয়; অনন্যচিত্ত হইয়াও পত্নীর অন্য স্ত্রী-
প্রীতি সংশয়জনিত খেদমূর্ত্তি দর্শন করে; অ-
ন্যের দায়ী না হইয়াও স্বার্থ প্রেরিত দশচক্রে
দায়ী হয়; যে স্থানে অধোমুখ হওয়ার কারণ
না থাকে, ঘটনাক্রমে সে স্থানে অনর্থ অধোমুখ
হইতে বাধ্য হয়; এক২ এক সময়ে এরূপ অপ-
মান ঘটে যে, পরম স্নেহভাজন আত্মীয়গণের
সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয়
না; যে সুখশান্তি অভিলাষ হয়, তাহা ন্যায়-
সঙ্গত হইলেও প্রাপ্ত হয় না ও যে দুঃখে অনভি-
লাষ হয়, তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও অচিন্তনীয়
হেতুবশতঃ পুনঃ২ অনুভব করে; ধনের অভা-
বেও দুঃখ ভোগ করে ও সদ্ভাবেও নানারূপ
শঙ্কাদিতে উন্মথিত হয়; ধনের অভাবেও যে-
মন নানারূপ সংসারচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়, সদ্ভা-
বেও সেই রূপ তাহাতে আচ্ছন্ন হয়, সংসারের
কুটিল গতিতে চতুর্দ্দিকে বিপত্তি চতুর্দ্দিকে দুঃখ,
চতুর্দ্দিকে জিঘাংসা ও চতুর্দ্দিকে স্বার্থলোপ অব-
লোকন করে; স্বয়ং সরল হইয়াও অন্যের
প্রতারণায় চমৎকারাভিভূত হয়। অসাধ্য রো-

তুকও অন্যের সহায়তা না করিয়া জুগুপ্সা-ভাজন হয়, কিন্তু স্বয়ং সমর্থ লোকের উচিত সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তিরস্কার দ্বারা উপেক্ষিত হয়; যশস্কর কার্য্য করিয়াও ঈর্ষাভাজন হয় ও অযশস্কর কার্য্য করিয়াও অনাদৃত হয়। সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটে যে, পুনর্ব্বার নিঃসামর্থ্য বাল্য দশার অভিলায করে। দুঃখে২ অভিভূত হইয়া উর্দ্ধ দৃষ্টি করে, কিন্তু বিষয়-মত্ততাহেতু কখন দেবোপাসনা করে নাই স্মরণ করিয়া হতাশ হয়। যদি নীতিশাস্ত্রের উন্নতিতে এ সকল অপকার্য্য অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলেও অমুক্ত মনুষ্যের এই জড় ধর্ম্মাবিশিষ্ট শরীরত্ব থাকিবে। এ সকলই দুঃখকর, কারণ এ সকলই অসহ্য। আমাদের এক আত্মদর্শনানুভব ... তদ্ভিন্ন আর সর্ব্ব প্রকার অনুভবই অস... কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি অভ্যাস দ্বারা সহ্য করা হইয়াছে, অন্য সকলই অসহ্য রূপে অনুভূত হয়। অনভ্যাসকৃত বলিয়া এই সকল দুঃখ স্বাভাবিক। উপভুজ্যমান দুঃখ তুলনায় বর্ণিত দুঃখ অতি অল্প। বৃদ্ধ কালেও ইহার অনেক

ও অন্য নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তবে মনুষ্যেতর অন্য প্রাণিগণেরও তারুণ্যে ও বার্দ্ধক্যে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ লক্ষিত হয়। যদ্যপি এ কালেও প্রাণীরা অনেক সুখভোগ করে, কিন্তু আভ্যাসিক বলিয়া তাহাও সুখ মধ্যে পরিগণিত নহে। কি সুরস ভোজ্য ভোজন, কি মনোহর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, কি শারদ শশধরের শীতল কৌমুদী, কি চন্দনাদ্রির কোমল মাতরিশ্বা, কি নানা জাতীয় শ্রুতিরঞ্জন ধ্বনি, কি সুরভি প্রসূনস্তবক রাজির সৌরভ ও কি ললিত ললনাকান্তি এ সকলই অভ্যাস হেতু সুখজনক হইয়াছে। যদি কোন আত্মা অদ্য পতিত হইয়া এ সকল অনুভব করেন, তবে তাঁহার ইহা দুঃখকর হইবে, কারণ তিনি ইহা নূতন অনুভব করিবেন। তাঁহার অভ্যাস দ্বারা ইহা সুখজনক হয় নাই। এই সকল বর্ত্তমান প্রাণিগণ কবে পতিত হইয়া কত রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই। এই সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ইহাদের এই সকল সুখ

হইয়াছে। অতএব ইহাঁদের ইহা সুখকর হইয়াছে। কিন্তু কখন কাহার অভ্যাসের লাঘব হইলে এই সুখজনক বিষয় কখন সুখজনক রূপে অনুভূত হইবে না। তখন সকলই অসহ্য দুঃখকর হইবে। সুরস ভোজ্য বিরসানুভূত হইবে, সুখস্পৃশ্য সলিল দুষ্পার্শ হইবে, সুশ্রাব্য মধুর নিনাদ কর্কশ লাগিবে, মনোহারিণী সুষমা দর্শনপ্রিয় হইবে না ও মৃগনাভি প্রভৃতি সুরভি পদার্থ অবজ্ঞায় উপেক্ষিত হইবে। অতএব সংসারে সকলই অসহ্য, সুতরাং সকলই দুঃখজনক। বিশেষতঃ যখন এই সকল দৃশ্যমানাদি বস্তু বিকৃত, তখন ইহারা বাস্তবিক সুখজনক হইলেও ভোগ্য নহে। কারণ ইহাদের এই অবস্থা কাম্য নহে। এই সকল জলাদি চৈতন্যের বিকার। ইহারা কোন দুঃখানুভব করে না বটে, কিন্তু সুখেরও অনুভব করে না। সেই আদিম চৈতন্যময় আত্মা সকল এই ভাবে চিরকাল সুখ ভোগে অনধিকারী থাকুন, ইহা লোককর্তৃক আধ্যাত হওয়া মূঢ়তা।

যদি এই অবধারিত হইল, তবে আমাদের

কি কর্ত্তব্য? তবে আমাদের অবশ্য সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য লাভের যত্ন করা বিধেয়। কৈবল্যের যেরূপ লক্ষণোপন্যাস হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিদ্যমান হইবে, যে কৈবল্য লাভ, হইলে কোন রূপ সাংসারিক ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। অথচ সন্তত আত্মদর্শনানুভবজনিত অনাবিল আনন্দ প্রাপ্তি হয়। অতএব সকলের সমুদায় সংসারানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য লাভে যত্ন করা বিধেয়—বিধেয়।

অন্যদর্শনানুভব ও তত্ত্ব দর্শনানুভব পরিত্যাগ করিয়া যদি সর্ব্বদা আত্মদর্শনানুভব করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে শরীরাত্মার জড়ত্ব নাশ হইয়া চৈতন্যস্বরূপ লাভ হইতে পারে। ক্রিয়াভাবের দ্বারা অন্যদর্শনের বিরাম হওয়ার সম্ভাবনা। অন্যদর্শনের বিরাম হইলে আত্মদর্শনানুভব সম্ভাবিত বিষয়। এবং আত্মদর্শনানুভবের উৎপত্তি হইলে অদর্শনের প্রতিকার অনুমিত হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় লোকের প্রায়শঃ নিদ্রা হয়, অতএব ক্রিয়াভাবের দ্বারা আত্মোদর্শনানুভবোৎপত্তির সম্ভাবনা কি এ, কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে যাঁহার চৈতন্যগুণ প্রবল, তাঁহার ক্রিয়াভাব দ্বারা নিদ্রা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু প্রায় তদিতরেরই ক্রিয়াভাব কালে তন্দ্রা বা নিদ্রা হয়। চৈতন্য ও নিদ্রা পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়, অতএব যাঁহার চৈতন্যগুণ প্রবল, ক্রিয়াভাব কালে তাঁহার সচরাচর তন্দ্রাদির সম্ভাবনা কি? কিন্তু যাঁহার চৈতন্য নিকৃষ্ট, তাঁহার চৈতন্যের ন্যায় একরূপ নিদ্রাভাবও সার্ব্বক্ষণিক গুণ। অতএব ক্রিয়াভাব কালে তাঁহার তন্দ্রাদি হইতে পারে। ইনি যদি ক্রিয়াভাব কালে তন্দ্রাদির আগমোপক্রমে চৈতন্যাশ্রিত গাঢ় মনোযোগে থাকেন, তাহা হইলে কখন তন্দ্রাদি হইতে পারে না। অথবা এরূপ বিশেষ পরামর্শ বৈধ নহে। যাঁহার চৈতন্য প্রবল ও যিনি দুর্ব্বল চৈতন্য গুণবিশিষ্ট, উভয়েরই ক্রিয়াভাব কালে চৈতন্যাশ্রিত গাঢ় মনোযোগাবলম্বন কর্ত্তব্য। এইরূপে যে আত্মদর্শনানুভবের উৎপত্তি হইবে, তদ্দ্বারা চৈতন্যের উত্তরোত্তর প্রবল আত্মাবস্থান হইয়া চৈতন্যের বৃদ্ধি ও জড়ত্বের নাশ এবং শরীরাত্মার বিশুদ্ধ

চৈতন্য স্বরূপ প্রাপ্তি হইবে। শরীরের চৈতন্যের অল্পতা জড়ত্বের কারণ, সুতরাং চৈতন্যের আধিক্য দ্বারা তাহার নাশের অবশ্য সম্ভাবনা।

"আমাদের ক্রিয়াসম্পর্ক পরিত্যাগের সম্ভাবনা নাই, যদি এইরূপ আপত্তি হয়; তবে বক্তব্য এই; ভোগবিরতির ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা সংসারমূলক সমুদায় ক্রিয়ারই ক্রমে বিরাম হইয়া এক সময়ে সম্পূর্ণ বিরাম হইতে পারে। যদি কোন মহাত্মা অদ্য হইতে অশনাদি সমুদায় বিষয়ে কিছু২ বিরতির অবলম্বন করেন, ও তাঁহার আশ্রিতদিগের সেইরূপ অভ্যাস করান, তবে ক্রমেই তাঁহার ক্রিয়ার অল্পতা হইয়া এক সময়ে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি এক২ প্রদেশস্থ সকল মনুষ্য এ বিষয়ে যত্নবান্ না হন, তবে কোন প্রদেশের একটী মনুষ্যের যত্নের দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিনি যতই যত্নবান্ হউন, চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের নিরতানুষ্ঠীয়মান আপাততঃ প্রমোদকর ক্রিয়াকেলাপ দ্বারা অবশ্য আকৃষ্ট হইয়া বিফলযত্ন হইবেন। সে আকর্ষণের

অতিক্রমের প্রত্যাশা কোন মনুষ্য হইতেই হইতে পারে না।

কৈবল্য লাভের যে উপায়ের নির্দ্দেশ করা হইল, সকল মনুষ্যের তদবলম্বনের সম্ভাবনা নাই। ইহাদের নিমিত্তে অন্য এক উপায়ের নির্দ্দেশ করিতেছি। দেবতাদিগের উপাসনা ও অন্যদর্শনানুভব প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান (অর্থাৎ অন্যদর্শনানুভবে ও অদর্শনে আত্মার পতন এবং আত্মানুভবদ্বারা আত্মার উন্নতি হয় এই জ্ঞান) এই দুইটী বিষয় দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিলে দেবতাদিগের দ্বারা চৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্তি হইয়া শেষোপায় ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ হইতে পারে। কেবল দেবোপাসনা দ্বারাও চৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত উপায় ব্যতীত তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষের সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য চৈতন্যময় হইয়া যদি দেবোপাসনাদ্বারা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার সে ইচ্ছা সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কারণ দেবোপাসনাদ্বারা অন্যদর্শনানুভব হয় ও অন্য-

তাঁহারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া উপাসকের চৈতন্য-ময়ত্ব প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহাদের অন্য-দর্শনানুভবজনিত পতনের সম্ভাবনা; অতএব তাঁহাদের নিকট চৈতন্যময়ত্ব প্রাপ্তির প্রার্থনা অনুচিত ও তাঁহাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করাও অকর্ত্তব্য; এরূপ আপত্তি স্থলে বক্তব্য এই যে যে দেবতার চৈতন্যশক্তি এরূপ যে, তিনি লোক-হিতের নিমিত্তে মোক্ষপ্রদ হইলে তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই, তাঁহারই মোক্ষপ্রদ হওয়া কর্ত্তব্য ও তাঁহার নিকটেই মোক্ষার্থ প্রার্থনা বৈধ। কিন্তু কোন্ দেবতা মোক্ষ প্রদানে সক্ষম ও কোন্ দেবতা তাহাতে সক্ষম নহেন, ইহা আমাদের নিশ্চয় করা অসাধ্য। অতএব যে জাতীয় লোকে যে দেবতার উপাসক, তাঁহার তদুপাসনার সহিত সাধারণরূপে সমুদয় দেব-তার অধিকতম রূপে উপাসনা উচিত বোধ হইতেছে। তাহাতে অবশ্য কোন মোক্ষদান ক্ষমতা দেবতা কর্ত্তৃক কৈবল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কিন্তু পুষ্পাদি কোনরূপ ভোগ্য বস্তু দ্বারা উপাসনা বৈধ নহে। কারণ সমুদয় ভোগ্য বস্তুই

যখন বিকৃত ও সকলেরই গর্হণীয় এবং পরিত্যাজ্য, তখন তদ্দ্বারা দেবতুষ্টির সম্ভাবনা কি? অতএব কেবল ধ্যান স্তোত্র দ্বারাই তাঁহাদের উপাসনা করণীয়।

সকল দেবতাই আত্মদর্শনানুভব নিরত অতএব আমাদের দেবোপাসনা দ্বারা মোক্ষ লাভের প্রত্যাশা হইতে পারে না, যদি এরূপ আপত্তি হয়, তবে তাহার নিরসন করা হইতেছে। আকাশভারতী ও সূর্য্যাদি পদার্থের নির্ম্মাণকৌশল ও নানা প্রকার জনপালক নিয়ম দ্বারা অবশ্য প্রতীতি হয় যে সকল দেবতাই আত্মদর্শনানুভব নিরত নহেন। অনেকে জনহিতের নিমিত্তে নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের দেবোপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভের প্রত্যাশা বিফল হইবার নহে।

মনুষ্যেতর প্রাণিগণের ও জড় পদার্থের উক্তোপায়ের কোন একটী দ্বারা কৈবল লাভে সম্ভবনা নাই। তাহাদের মোক্ষলাভোপযোগী (যোগের) উপায়ের অনুশাসনও আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

করুণাময় দেবগণই সে উপায় করিয়া রাখি-য়াছেন অথবা করিবেন। এক্ষণে যদি এইরূপ বলিতে ইচ্ছা হয় যে মনুষ্যদিগেরও কৈবল্যো-পায় করুণাময় দেবগণ করিয়া রাখিয়াছেন অথবা করিবেন, তন্নিমিত্ত মনুষ্যের যত্ন অনাব-শ্যক, তবে তাহা বলা যুক্তিসম্মত নহে; কা-রণ যাহার যে বিষয়ে যতদূর সাধ্য আছে, সে যদি সে বিষয়ে ততদূর যত্ন না করে, তবে তাহার প্রতি কাহারও দয়া হয় না। যদি মরিয়া জড়াদির উপায়ে কাহারও কৈবল্য লাভের অভিপ্রায় হয়, তবে তাঁহাকে এই ব-লিয়া নিষেধ করা কর্ত্তব্য যে, মৃত্যু অতি ভয়-ঙ্কর যন্ত্রণাপ্রদ ও শোকজনক। অতএব তদুপায় দ্বারা জড়ত্ব লাভ করিয়া জড়াদির ন্যায় কৈ-বল্য প্রাপ্তির অভিপ্রায় করা মনুষ্য সদৃশ জী-বের উচিত নহে।

সমাপ্ত।